NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নারীর তুলনা নারী নিজেই

বিশ্বজিৎ দাসকে আক্রমণ শুভেন্দুর ৫

কলকাতা ১১ মার্চ ২০২৪ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.3.2024, Vol.17, Issue No. 269, 8 Pages, Price 3.00

নতুন ব্রিগেড দেখল বাংলা তথা গোটা দেশ

৪২ আসনের প্রার্থীদের নিয়ে নীল কার্পেটে ‘র‍্যাম্প ওয়াক’ মমতার

ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবাসরীয় দুপুরে ব্রিগেড ময়দানের মেগা সমাবেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ২৪-এর ভোট যুদ্ধে নেমে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। চিরাচরিত রীতি থেকে বেরিয়ে এই প্রথম ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হল। ব্রিগেডের জন সমাবেশ যার পোশাকি নাম ছিল জন গর্জন সমাবেশ, সেখান থেকেই রাজ্যের ৪২টি আসনে তাদের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল ঘাসফুল শিবির। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার সেই প্রার্থীদের নিয়ে মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত বিস্তৃত র‍্যাম্পে হেঁটে জনতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন খোদ দল নেত্রী। এরকম বহু চমক ও অভিনবত্বে মোড়া ছিল এদিনের ব্রিগেড সমাবেশ।

ব্রিগেডে অনেক সমাবেশ দেখেছে কলকাতা। রাজনৈতিক ব্রিগেড তো বটেই গীতাপাঠের ব্রিগেডও দেখেছে। দেশের প্রায় সব প্রধানমন্ত্রীই সভা করেছেন এই ময়দানে। কিন্তু এমন চেহারার মঞ্চ অতীতে দেখা যায়নি। আবার প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরেই সেই মঞ্চে তৈরি র‍্যাম্পে টিকিট প্রাপকদের ‘র‍্যাম্প ওয়াক’ও দেখেনি বাংলা তথা গোটা দেশ। রবিবার এক অন্য ব্রিগেড দেখাল তৃণমূল। অতীতে তৃণমূলও এ ভাবে নির্বাচন ঘোষণার আগে একসঙ্গে সব আসনের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেনি। তাই অনেক কিছুই নতুন দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় চমকও কিছু কম নয়। এবারের প্রার্থী তালিকায় পুরনো এবং নতুন মুখের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের আদি এবং নতুন দুই মুখের মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা স্পষ্ট। মহিলা, সংখ্যালঘু , পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে বলে দলীয় নেতৃত্ব দাবি করেছেন। যেমন, এবার সাত জন বিদায়ী সাংসদকে এবার টিকিট দেওয়া হয়নি। আবার সব মিলিয়ে এখন বিধানসভার ১১ জন সদস্যকে এবার লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এর মধ্যে দুজন আবার রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে টিকিট পেয়েছেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী এবং নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক। অন্যদিকে, বালুরঘাট কেন্দ্রে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে মিমি চক্রবর্তী এবং বসিরহাট থেকে নুসরত জাহানের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যাদবপুরে মিমি চক্রবর্তীর বদলে প্রার্থী হয়েছেন সায়নী ঘোষ। এছাড়াও ব্যারাকপুরের বিজেপির টিকিটে জেতা সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নামও প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

লোকসভা ভোটে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন অর্জুন সিং। সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল তিনি। এরপর একুশের বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা পর, তৃণমূলে ফেরেন অর্জুন। কিন্তু এবার লোকসভা ভোটে টিকিট পেলেন না বিদায়ী সাংসদ। তাঁর বদলে তৃণমূল প্রার্থী রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। আবার বিষ্ণুপুরে বিজেপির সৌমিত্র খাঁয়ের বিরুদ্ধে লড়বেন তাঁরই প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল। সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তমলুকের সম্ভাব্য প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে দলের অন্যতম যুব মুখ দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। বহরমপুরে প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে বড়সড় চমক দিয়েছেন দিদি। এর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় ২৬ জন নতুন প্রার্থীর নাম যুক্ত করা হয়েছে। বর্ধমান দুর্গাপুরে কীর্তি আজাদ, হুগলিতে অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি, মালদা উত্তরে সদ্য প্রাক্তন পুলিশ কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অনেকদিন ধরেই হাওয়ায় ভাসছিল। সেই সব নামে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। এবার প্রার্থী তালিকা থেকে আরও যারা বাদ পড়েছেন তাঁরা হলেন, সুনীল মণ্ডল, চৌধুরী মোহন জাটুয়া এবং অপরূপা পোদ্দার।

৪২ আসনের প্রার্থীদের নাম নিম্নরূপ

কোচবিহার	জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া	শ্রীরামপুর	কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলিপুরদুয়ার	প্রকাশ চিক বরাইক	হুগলি	রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়
জলপাইগুড়ি	নির্মলচন্দ্র রায়	আরামবাগ	মিতালি বাগ
দার্জিলিং	গোপাল লামা	তমলুক	দেবাংশু ভট্টাচার্য
রায়গঞ্জ	কৃষ্ণ কল্যাণী	কাঁথি	উত্তম বারিক
বালুরঘাট	বিপ্লব মিত্র	ঘাটাল	দেব
মালদহ (উত্তর)	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস)	মেদিনীপুর	জুন মালিয়া
		ঝাড়গ্রাম	কালীপদ সরেন
মালদহ (দক্ষিণ)	শাহনওয়াজ আলি রেহান	বর্ধমান-দুর্গাপুর	কীর্তি আজাদ
জঙ্গিপুর	খলিলুর রহমান	আসানসোল	শত্রুঘ্ন সিন্‌হা
বহরমপুর	ইউসুফ পঠান	বীরভূম	শতাব্দী রায়
মুর্শিদাবাদ	আবু তাহের খান	বিষ্ণুপুর	সুজাতা মণ্ডল
কৃষ্ণনগর	মহুয়া মৈত্র	পুরুলিয়া	শান্তিরাম মাহাতো
দমদম	সৌগত রায়	বাঁকুড়া	অরূপ চক্রবর্তী
বারাসাত	কাকলি ঘোষদস্তিদার	বনগাঁ	বিশ্বজিৎ দাস
বসিরহাট	হাজি নুরুল ইসলাম	রানাঘাট	মুকুটমণি অধিকারী
জয়নগর	প্রতিমা মণ্ডল	ব্যারাকপুর	পার্থ ভৌমিক
মথুরাপুর	বাপি হালদার	বর্ধমান (পূর্ব)	শর্মিলা সরকার
ডায়মন্ড হারবার	অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়		
যাদবপুর	সায়নী ঘোষ		
কলকাতা (উত্তর)	সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়		
কলকাতা (দক্ষিণ)	মালা রায়		
হাওড়া	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়		
উলুবেড়িয়া	সাজদা আহমেদ		

সাত জন বিদায়ী সাংসদ এ বার টিকিট পেলেন না। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শিশির অধিকারী এবং দিব্যেন্দু অধিকারী। এবার টিকিট পেলেন নুসরত জাহান, মিমি চক্রবর্তী, অর্জুন সিং প্রমুখরা।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিমুক্ত রাজ্য গড়ার ডাক মমতা-অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যকে বিজেপি মুক্ত করার ডাক দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লোকসভার ভোট প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে দলের জন গর্জন সমাবেশ থেকে বিজেপিকে বাংলা বিরোধী এবং গরিব বিরোধী বলে দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তাদের বিতাড়নের ডাক দেন। সমাবেশে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়াই করবে। এরাজ্যে ভোটে তাদের প্রতিপক্ষ বিজেপি। আগামী দিনে দেশ কোন পথে চলবে, তৃণমূল কংগ্রেসই সেটা ঠিক করবে বলে এদিন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, গত দু'বছর ওই দুই প্রকল্পে কোনও টাকা না দিয়েই বিজেপি নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে টাকা নয়ছয়-এর অভিযোগ করছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর করা দাবি নস্যাৎ করে তিনি বলেন, একাংশের আধিকারিকদের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী ভুল তথ্য দিয়েছেন। মমতা স্লোগান তোলেন, বিজেপি হাজার হাজার মানুষের চাকরি খেয়েছে। এবার বিচার হবে। মানুষ সেই হিসাব বুঝে নেবে। সময় এসেছে। এবার ওদের বিচার হবে। সভায় উপস্থিত দলীয় কর্মী সমর্থকদের তাঁর নির্দেশ, 'জেলায় জেলায় বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জন সভা শুরু করুন, বিজেপিকে বিসর্জনের ডাক দিন। বিজেপির বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের গর্জন, মতুয়াদের গর্জন, সংখ্যালঘুদের গর্জন ও বিসর্জনের আওয়াজ তুলুন। ঘরে ঘরে গিয়ে ওরা তল্লাশি করবে। ভয় পাবেন না। বাংলার মানুষ আছে আপনাদের সঙ্গে। তাই আজই শুরু করে দিন বিজেপিবিরোধী গর্জন।'

আচমকাই নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল পদত্যাগ করেছেন। বাংলার নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধতা দেখা দেওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর দাবি। তিনি বলেন, 'এতেই প্রমাণিত হয়, কী চাইছে নির্বাচন কমিশন।'

এর আগে মমতা প্রশ্ন করেন, 'এই রাজ্যের লোকসভার ৪২ আসনের মধ্যে ১৮টি বিজেপি পাওয়া সত্ত্বেও তারা কী করেছে এই রাজ্যে? মেট্রোরেলের টাকা আমি দিয়ে এসেছিলাম। এখন ফিতে কাটছে ওরা? তাই আমাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আপনারা গর্জন করুন, এক হোন। দাবি করুন, এই বাংলার বকেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে।'

অন্যদিকে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজে গত দুটি আর্থিক বছরের রাজ্যকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। ব্রিগেড জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি কি গ্যারান্টি বলে আওয়াজ তুলেছে বিজেপি। সেটাকেই চরম কটাক্ষ অভিষেকের। মোদি গ্যারান্টি দিলেও বছরে ২ কোটি চাকরি, জন সাধারণের অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ টাকা ঢোকানো হয়নি। সেই বিষয় নিয়ে চরম কটাক্ষ করেন অভিষেক।

অভিষেকের এদিনের সভা থেকে গর্জন, 'আপনারা মোদির গ্যারান্টি চান, নাকি দিদির গ্যারান্টি চান?' তাঁর কথায়, একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বিজেপি সরকার অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করলেও রাজ্যের শ্রমিকদের অর্থ প্রদান করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণেই, বাংলার মানুষ আগামী দিনে রাজ্যে 'দিদির গ্যারান্টি' চায় বলে আওয়াজ তোলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে এই সভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। একশো দিনের কাজে আর্থিক বরাদ্দ না করার জন্য এই সভা থেকে 'গর্জন' তোলেন একের পর এক তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ আটকে রাখা হয়েছে, সেই দাবি তুলেই এবার জনগণের দুয়ারে ভোট চাইতে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই বার্তাই উঠে এল এদিনের সভা থেকে।

‘১০ বছরের অত্যাচারের হিসাব হবে’

সন্দেশখালি থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক শুভেন্দু-সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিগেডের মেগা র‍্যাল থেকে বিজেপি বিসর্জনের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। পালটা রবিবার সন্দেশখালিকে হাতিয়ার করে দলীয় জনসভায় তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'তৃণমূল জমানায় ১০ বছর ধরে চলা অত্যাচারের হিসাব হবে এবার।' জন গর্জন সভায় বিজেপিকে 'বাংলা বিরোধী' আখ্যা দিয়ে লোকসভা ভোটে বিসর্জনের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। বিজেপিকে টার্গেট করা হয়েছে বাংলার বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের আর্থিক বঞ্চনা, বাংলার মনীষী ও সংস্কৃতির প্রতি বিজেপি অবজ্ঞা এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে হাতিয়ার করে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো নষ্টের চেষ্টার অভিযোগ তুলে। পালটা সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তুলে নারী নির্যাতন-সহ একাধিক অভিযোগে সিবিআইয়ের হাতে যাওয়া স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের নাম করেন শুভেন্দু। অত্যাচারীরা তৃণমূলের ছত্রছায়ায় বাড়ছে, অভিযোগ করে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা বলেছিলাম শাহজাহানের দিন শেষ হয়ে আসছে। আজ শাহজাহান জেলের ভিতর। তবে শুধু শাহজাহানকে একা জেলে পুরলে হবে না। জিয়াউদ্দিন, আলমগিরদেরও জেলে পুরতে হবে। সারা বাংলায় অন্তত ২৫ থেকে ৩০ টা সন্দেশখালি আছে। বিজেপি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শাহাজাহানের মতো মমতার আলালের ঘরের দুলালদের বিরুদ্ধে লড়বে।' একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'গত ১০ বছরে যত অত্যাচার হয়েছে সব হিসাব হবে।' এছাড়াও বামেদেরও খোঁচা দিয়ে বলেন, 'এই শাহজাহান সিপিএমের তৈরি। ফলে সিপিএমের কোনও অধিকার নেই শাহজাহান প্রসঙ্গে কথা বলার।' শুভেন্দুর নিশানায় ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'সন্দেশখালি জ্বলছে আর চোর মমতা হাসছে। সন্দেশখালির জিহাদিদের বিরুদ্ধে এখানকার মা-বোনেরা যে ভূমিকা নিয়েছেন তার জন্য শতকোটি প্রণাম জানাই। গোটা ভারত সন্দেশখালির সঙ্গে রয়েছে। আপনাদের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অথচ ২ মাস হয়ে গেল এখনও এখানে আসেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিজেপি নেতা বিকাশকে জেল খাটিয়েছেন। এখানকার মায়েদের উপর পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করিয়েছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এর জবাব দিতে হবে।' শুভেন্দুর পাশাপাশি এদিন সন্দেশখালির মঞ্চে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অলিম্পিকে চুরি রাহাজানির কোনও খেলা থাকলে, আমি নিশ্চিত গোল্ড মেডেল জিততো তৃণমূল।' শাহজাহান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রাজ্য পুলিশ যখন ক্রিমিনালটাকে ধরল আপনারা দেখেছেন কেমন 'ভি' চিহ্ন দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল শাহজাহান। এখন সিবিআইয়ের হেপাজতে যেতেই সন্দেশখালির বাঘ ঘেয়ো কুকুর হয়ে গিয়েছে।' ব্রিগেডের জনসভা ঐতিহাসিক জনসভা হবে, গিনিজ বুকে নাম তুলবে, কারণ একসঙ্গে এত চোর একই মঞ্চে আগে দেখা যায়নি। বসিরহাটের সন্দেশখালির সভা থেকে এমনও মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি আরও বলেন, 'ব্রিগেড জনসভা ফ্যাশন শো হয়েছে, সেখানে র‍্যাম্প ওয়াক হয়েছে। কলকাতায় চোরেরা ফ্যাশন শো করছে। চোরেরা হাঁটাহাঁটি করছে।' রাম নবমীতে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'সুর্পনখার মুখে রাম নাম মানায় না।'

‘হাইটেক’ ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশের সাক্ষী থাকল রাজ্যবাসী

শুভাশিস বিশ্বাস

ঐতিহাসিক ব্রিগেডের সাক্ষী থাকল কলকাতাবাসী। শুধু কলকাতাবাসী নয়, তৃণমূলের জন গর্জনের এই ব্রিগেড সমাবেশ উপস্থাপনার দিক থেকে রাজ্যবাসীর জন্য রবিবাসরীয় দুপুরে রেখেছিল এক চমক। এককথায় যদি বলতে হয়, তাহলে একটাই শব্দবন্ধ এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা হল এক 'হাইটেক' উপস্থাপনা। রবিবারের সকালে ব্রিগেডে পা রাখতেই সবার নজরে আসে জন গর্জন সমাবেশের মোট তিনটি মঞ্চ। মূল মঞ্চ লম্বায় ৭২ ফুট, গভীরতায় ২০ ফুট। আর মাটি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট। মূল মঞ্চের পাশাপাশি ছিল তুলনামূলক ছোট আকারের দুটি মঞ্চ। এগুলির মাপ ৬৮/২৪ ফুট। এই ছোট দুটি মঞ্চের একটিতে ছিলেন রাজ্যের বিধায়কেরা। অন্যটিতে মেঘালয়, অসম, ত্রিপুরা-সহ ভিন রাজ্যের দলীয় নেতৃবৃন্দ। এদিন ব্রিগেডকে মোট ৫৬টি জোনে ভাগ করা হয়। মঞ্চের সামনের দুই দিকে ২৮টি করে জোন। তবে সবার নজর কাড়ে নীল কার্পেটে মোড়া র‍্যাম্প। ২৮টি করে যে দুটি মূল জোন ছিল তার মধ্যে দিয়েই আড়াআড়ি যোগচিহ্নের আকৃতিতে এই দুটি র‍্যাম্প বিস্তৃত ছিল। পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ ভেদ করা প্রায় ৩৪০ মিটারের এই র‍্যাম্প দিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আর তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড যে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের পৌঁছে যেতে পারবেন তার আভাস মিলছিল এই সভার আগে থেকেই।

বাস্তবে দেখা গেল, অনুমান ভুল কিছুই হয়নি। ব্রিগেডের সভায় অভিষেক পা রাখার কিছু পরেই র‍্যাম্পে হেঁটে পৌঁছে যান জনতার মাঝে। সেখান থেকেই তিনি জনতার উদ্দেশ্যে দিতে থাকেন বার্তাও। সঙ্গে ছিল 'জয় বাংলা' স্লোগানও। এরই পাশাপাশি নতজানু হয়ে মাথা ঠেকিয়ে জনসভায় উপস্থিত সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে প্রণামও জানাতে দেখা যায় তাঁকে। শুধু তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডই নন, জনগর্জন সভায় পৌঁছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই র‍্যাম্প ধরেই কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এখানেই শেষ নয়, বক্তব্য রাখার পর তিনি ৪২ জন লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীকে ওই র‍্যাম্পে নিয়ে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন। তৃণমূলের 'জনগর্জন সভা'য় যে পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা এদিন করা হয়েছে তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কর্পোরেটে ধাঁচ স্পষ্ট। যা সাধারণত দেশ-বিদেশের কনসার্টে দেখা যায়, তা-ই তৈরি হয়েছে তৃণমূলের রাজনৈতিক সভায়। এদিকে মঞ্চের ব্যাকড্রপে ছিল এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড। বিশালাকার তিনটি এলইডি ডিসপ্লে বোর্ডের সাহায্যে সভার শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মী, সমর্থকও যেন বক্তার বক্তব্য শোনার পাশাপাশি যাতে মঞ্চে কারা বক্তব্য রাখছেন বা ঠিক কি ঘটছে মঞ্চে তা বুঝতে পারেন তার জন্য এই হাইটেক বন্দোবস্ত। আর এই এলইডি ডিসপ্লে বোর্ডে অভিষেকের বক্তব্য রাখার পর এক স্বল্পদৈর্ঘ্যের একটি ডকুমেন্টারিও দেখানো হয়। যেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে বাংলার মানুষদের বঞ্চনার কথা। সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে নানা ঘটনা। যাতে আমজনতা বুঝতে পারেন বিরোধী তথা বিজেপির বক্তব্যে কতটা সারবত্তা রয়েছে তাও। এককথায় নিটোল এক ব্যবস্থাপনা। যার মধ্যে দিয়ে প্রতি ছত্রে বিদ্ধ করতে দেখা গিয়েছে কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্বকেও। এছাড়াও প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময়েও প্রত্যেক প্রার্থীর নাম ও ছবি ফুটে ওঠে এই এলইডি ডিসপ্লে বোর্ডেও। এছাড়াও গোটা ব্রিগেড জুড়ে ছিল প্রায় হাজার দেড়েক চোঙ। যাতে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রত্যেকের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে পৌঁছ দেওয়া যায় সমাবেশে আগত প্রত্যেকের কাছেই। সঙ্গে ব্রিগেড জুড়ে সূচিছিদ্র নিরাপত্তা রাখতে নজরদারি চালানো হয়েছে একাধিক ড্রোনের মাধ্যমে। এদিনের এই সভা চলাকালীন মঞ্চের ধারে কাছে উড়তে দেখা গিয়েছে অন্তত চারটি ড্রোনকে। এদিন যাঁরা ব্রিগেডে এসেছেন তাঁদের মধ্যে পক্কেশীর সংখ্যাও কম নয়। কোনও দলের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এই ধরনের পরিকাঠামো তাঁরা আগে কখনও দেখেছেন কি না তা মনে করতে পারেননি।

শেষ মুহূর্তে দল তাঁকে ধোঁকা দিয়েছে, আক্ষেপ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্রিগেডের জনগর্জন সভা মঞ্চ থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যারাকপুর কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে। ফের প্রার্থীপদ থেকে ব্রাত্য রাখা হল ঘাসফুলের দুর্দিনের সৈনিক অর্জুন সিংকে। রবিবার সন্ধেয় জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকেই লড়ব। ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বাইরে অন্য কোথাও লড়ব না। কিন্তু দীর্ঘ টালবাহানার পর তাঁকে ব্যারাকপুরে টিকিট দেওয়া হল না। তাঁর আক্ষেপ, দল আগেই বলে দিত টিকিট দেব না। তাহলে অন্য চিন্তা-ভাবনা করতাম। সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, ব্যারাকপুর কেন্দ্রে টিকিট দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই দলে ফিরেছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকে বলে দেওয়া হল টিকিট দেওয়া হবে না। সাংসদের আক্ষেপ, আশা দিয়েও শেষ মুহূর্তে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হল। সাংসদ বলেন, কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

হাওড়ার উন্নয়ন নিরিখে প্রসূন ব্যর্থ সাংসদ
শাসক ও বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে তরজা

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

প্রসূনেই ভরসা রাখলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ব্রিগেডের সভা থেকে রাজ্যের ৪২ টি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেন। যার মধ্যে হাওড়া সদর ও গ্রামীণ আসনে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাজদা আহমেদ-এর উপরেই তৃতীয়বারের জন্য ভরসা রাখলেন। যদিও হাওড়া সদর আসনে প্রসূনের নাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আশ্চর্য্য না হলেও কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে বলেই দলীয় সূত্র খবর। ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও হাওড়া পুর নিগমের নির্বাচন না হওয়াকে কেন্দ্র করে লোকসভা নির্বাচনে বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তৃতীবারের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশপাশি শেষ পাঁচ বছর আগে নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হাওড়া শহরে খোলা নর্দমা না থাকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও এখনও পূরণ করতে পারেননি তিন বারের সংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রসূন বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, এটা সমস্যা হছে, কেউ বাড়তি জায়গা দিতে চাইছে না। এটা আলাদা করে বসতে হবে। যখন আমাদের পুর বোর্ড তৈরি হবে তখন তাদের মাধ্যমে হবে। ছয় বছর বোর্ড নেই,

নির্বাচন করতে দিচ্ছে না রাজ্যপাল সহ বিজেপি। এই নির্বাচনের পর পুর বোর্ডের নির্বাচন হবেই। তখন সুবিধা হবে। নির্বাচন না হওয়ার কোনো প্রভাব ভোটে পড়বে না। বিজেপি হাওড়াতে রাজ্যপালকে দিয়ে পুরভোট করতে দিচ্ছে না। তবে লোকসভা ভোট হয়ে গেলেই পুরভোট হবেই।'

যদিও প্রসূনের দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে হাওড়ার প্রাক্তন মহানাগরিক ও বিজেপির প্রার্থী ডাক্তার রথীন চক্রবর্তী বলেন, 'একজন ফুটবলার হিসাবে উনি যতদিন খেলেছেন তার চেয়ে বেশি সময় হাওড়াবাসী ওনাকে সুযোগ দিয়েছিল। সাংসদ হিসাবে উনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। উনি দীর্ঘ সময়ে সাংসদ থাকাকালীন হাওড়ার উন্নয়ন, হাওড়ার শিল্প উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, হাওড়ার মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ সহ কোনো সমস্যা সংসদে তোলেননি। ওনার সংসদে উপস্থিতিও সেভাবে ছিল না। উনি হাওড়ার জন্য কিছু করেননি, ওনার মূল্য শূন্য। উনি একজন ব্যর্থ সাংসদ বলেই আমি মনে করি।

উল্লেখ্য, হাওড়ায় পুরনো প্রার্থীদের উপরেই ভরসা রাখল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দুপুরে কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশ থেকে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হল। ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রার্থীদের নিয়ে হাঁটলেন। তৃণমূলের যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার বিগ্রেড সমাবেশ থেকে ঘোষণা করলেন হাওড়া সদর কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী বিখ্যাত ফুটবলার প্রসূন ব্যানার্জি ও উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদ। মূলত এই দু'জনেই এই দুই কেন্দ্রের সাংসদ। তাঁদের উপরেই ভরসা রাখলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ৪২ টি আসনের প্রার্থী তালিকা এই ঐতিহাসিক সমাবেশ থেকে ঘোষণা করেন যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরকম বিগ্রেড সমাবেশ থেকে কোনও নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা এর আগে কোনও দল করেনি। তাই রাজনৈতিক মহলের মতে এটি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন চমক দিলেন।

আলাদা স্বীকৃতির দাবিতে ফের সরব বায়োকেমিক চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বায়োকেমিক চিকিৎসাকে আলাদা ভাবে স্বীকৃতির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দলন করে চলেছেন সারা দেশের কয়েক লক্ষ চিকিৎসক। বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি বায়োকেমিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে স্বীকৃত। ভারতবর্ষেও বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা হলেও এটিকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

বায়োকেমিক চিকিৎসাকে আলাদা ভাবে স্বীকৃতির দাবিতে কয়েকদিন আগে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল করেন কয়েক হাজার চিকিৎসক।

এবার অল ইন্ডিয়া বায়োকেমিক মেডিক্যাল কনফারেন্সে ফের একবার এই দাবিতে সোচ্চার হলেন বায়োকেমিক চিকিৎসকরা। সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ বায়োকেমিক অ্যান্ড মেডিসিন ইউথ রিসার্চ ইন ইন্ডিয়ার উদ্যোগে পঞ্চম অল ইন্ডিয়া বায়োকেমিক মেডিক্যাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল কলকাতার ভারত সভা হলে। প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। যেখানে সারা দেশ থেকে কয়েক হাজার বায়োকেমিক চিকিৎসক উপস্থিত হন।

চিকিৎসকরা জানান, বায়োকেমিক এর আবিষ্কারক এবং চিকিৎসা পদ্ধতি আলাদা হলেও এটিকে পৃথক কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। তাই তারা বায়োকেমিক চিকিৎসাকে আলাদা করে স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করে যাবেন।

সংস্থার সেক্রেটারি ডক্টর এন. সি বাগচী বলেন, যতদিন না কাউন্সিলকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ততদিন তারা আন্দলন চালিয়ে যাবেন। বায়োকেমিক চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরেন সংস্থার সভাপতি মেডিক্যাল বিজ্ঞানী ডাক্তার টি কে বাগচী।

অর্জুন সিংকে প্রার্থী করার দাবিতে জগদ্দলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অর্জুন সিংকে প্রার্থী করার দাবিতে রবিবার সন্ধেয় জগদ্দলের মেঘনা মোড়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন দলীয় কর্মীরা। সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা ভেবে ২০ মিনিট অবরোধ চলার পর তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। বিক্ষোভকারীরা জানান, বছরের সারাটা সময় উনি মানুষের পাশে থাকেন। রাত বিরেতে ওনাকে পাশে পাওয়া যায়। ২০১৯ সালে টিকিট না পেয়ে অন্য দলে গিয়ে উনি জিতে দেখিয়ে দিয়েছেন। তবুও ওনাকে এবারও ব্যারাকপুর কেন্দ্রে টিকিট দেওয়া হল না। বিক্ষোভকারীদের কথায়, ওনাকে টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করুক শীর্ষ নেতৃত্ব।

কৃষক বন্ধু মৃত্যুজনিত প্রকল্পে ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ

সুবীর মুখোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক সামাজিক প্রকল্প ভিন রাজ্যের কাছে মডেল হয়ে উঠেছে। আর সেই সুবাদে একাধিক প্রকল্পে সুফল পাওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো কৃষকদের সাহায্যের দিকে সাহায্যের হাত বৃদ্ধি করতে কার্পণ্য করেনি মুখ্যমন্ত্রী। কেবল মাত্র ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষক বন্ধু মৃত্যুজনিত সহায়তা প্রকল্পে এককালীন ৮০ কোটি টাকা অনুমোদন করল রাজ্য সরকার। কৃষকদের কৃষি কাজকে লাভজনক এবং স্বাবলম্বী করে তুলতে একাধিক প্রকল্প চালু হয়েছে। ৮০ কোটি টাকা এই অর্থ বরাদ্দ হওয়ার জেরে চার হাজার কৃষক পরিবারের সদস্যরা উপকৃত হবেন। চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ৬৮০ কোটি টাকা এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, এই অর্থ বরাদ্দের জেরে ৩৪ হাজার কৃষক পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ লড়েছেন কৃষি দপ্তরের কর্তারা।

২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে প্রায় ১,০৩ কোটি বর্গাদার এবং কৃষক তাদের নাম সরকারের কাছে নথিভুক্ত করেছেন। সদ্য সমাপ্ত দুয়ারে শিবিরে এবং সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পে নতুন করে ২.৫০ লক্ষ কৃষক তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। কৃষক এবং বর্গাদাররা যাতে সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাচ্ছেন। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কৃষক বন্ধু প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্য সরকার। ২০১৯ সালে ১,০৭লক্ষ শোকাহত কৃষক পরিবারকে ২,১৪০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২০২১ অর্থ বর্ষে ২১ জুন কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা জন্য ফের কৃষক বন্ধু নতুন একটি প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কৃষকদের আর্থিক সাহায্য এই প্রকল্পে কৃষক একর জমির চাষের জন্য ৫ হাজার টাকা পেয়ে থাকেন। এখন সেটা দুইগুণ করে ১০ দশ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৯ সালে এই প্রকল্পের সূচনা পর্ব থেকে এখন অবধি ১৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন গ্রাম বাংলার কৃষক পরিবারের সদস্যরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর করতে চলেছেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ৭০ নতুন প্রকল্পের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী মার্চ রেলের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আরও ভাল সংযোগের জন্য ৮৫,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করবেন। এর আওতায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অনেকগুলি প্রকল্প রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রবিবার দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক অনিল কুমার মিশ্র একটি সংবাদ বৈঠকে জানান, ১২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী রেলের মোট ৬০০০টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে ৭০টি প্রকল্প দক্ষিণ পূর্ব রেলের হবে, যার বাজেট ১১,০০০ কোটি টাকা। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক এও জানান, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একদিনে এই বিপুল সংখ্যক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা একটি রেকর্ড হবে। এদিনের এই সংবাদ সম্মেলনের সময় রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক আদিত্য কুমার চৌধুরী এবং রেলের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের যেসব প্রকল্পের উদ্বোধন/ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হতে চলেছে সেগুলি হল

পশ্চিমবঙ্গ

ওএসওপি - ২৩

গতি শক্তি মাল্টি মডেল কার্গো টার্মিনাল-ওএমপিএল ওড়িশা মেটালিক

গুডশেড- নেকুরসেনি

জনুশুদি কেন্দ্র- খড়গপুর স্টেশন

কেজিপি-এডিটিপি তৃতীয় লাইন প্রকল্পের নিমপুরা-কলাইকুণ্ডের মধ্যে তৃতীয় লাইন।

ঝাড়খণ্ড

রাঁচি-বারানসী বন্দে ভারত

ওএসওপি-১৯

গুডশেড- হলুদপুকুর

জনশুদি কেন্দ্র- সিনি স্টেশন

রেল কোচ রেস্তোরাঁ- টাটানগর

হাতিয়া-বন্দমুন্ডা ডাবলিং প্রকল্পের পাকড়া-কুরকুড়া ও ওরগা-নওয়াগাঁও দ্বিগুণকরণ।

ওড়িশা

ওএসওপি-১০

রেল কোচ রেস্তোরাঁ- রাউরকেলা

নতুন লাইন/ডবল/তৃতীয়-

বাঙ্গুরকেলা দ্বিগুণকরণ - হাতিয়া-বন্দমুন্ডা দ্বিগুণ প্রকল্পের লিঙ্ক সি।

নারায়ণগড়-ভদ্রক তৃতীয় লাইন প্রকল্পের রানিটাল-রানিতাল সংযোগের মধ্যে তৃতীয় লাইন, চতুর্থ লাইন।

বাঁশপানি-দাইতারি-জাখপুরা ডাবলিং প্রকল্পের জারোলি-নয়াগড় অংশের দ্বিগুণকরণ।

গতি শক্তি মাল্টি মডেল কার্গো টার্মিনাল-জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ

এনটিপিসি/দারলিপাল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি আবদুস সামাদ মীর পুত্র নুরউদ্দিন মীর এর মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে আমার নাম আবদুস সামাদ মীর আছে। ৫/৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমি আবদুস সামাদ মীর ও আব্দুল সামাদ মীর একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম সোনাতলা, পোষ্ট রুপদহ, ধুবুলিয়া নদীয়া। আমার আসল নাম আবদুস সামাদ মীর।

নাম-পদবী

৬/৩/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে ২৯০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabi Sardar ঘোষনা করিতেছি আমার পিতা Kali Sardar ও Fatik Sardar একই ব্যক্তি হইল। পিতার আসল নাম কালি সর্দার।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

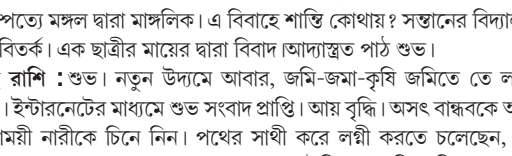

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই মার্চ। ২৭ শে ফাল্গুন। সোমবার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতের দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যৌটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তুত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খজ্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

CHANGE OF NAME

I, **PIYALI BHATTACHARYA PAUL** W/O Manick Bhattacharya presently residing at C-68, Sundia Housing Estate, P.O. & P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125, WB hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 28.02.2024 that my correct and actual name is **PIYALI BHATTACHARYA PAUL** W/O Manick Bhattacharya and it is recorded in my Aadhar card too but inadvertently in my daughter **PRIYANSHI BHATTACHARYA's** birth certificate issued by Naihati Municipality, my name has been recorded as **PIYALI BHATTACHARYA. PIYALI BHATTACHARYA PAUL** and **PIYALI BHATTACHARYA** is the same and one identical person. The purpose of this affidavit is to do correction in the birth certificate

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ মার্চ ২০২৪ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩০ সোমবার

ব্রিগেডে ‘মমতা’ গর্জন...

১. ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

২. জনগর্জন সভায় বক্তব্য রাখছেন ফিরহাদ হাকিম।

৩. তৃণমূলের নবীন প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের সঙ্গে মনোজ তিওয়ারি।

রবিবারে ফেস্টিভ মেজাজে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার তৃণমূলের ব্রিগেড। আর এই ব্রিগেডকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও বহু তৃণমূল কর্মী এসে হাজির হন কলকাতায়। লক্ষ্য জনসমাবেশে হাজির হওয়া। রবিবার সভা শুরু হওয়ার কথা ছিল বেলা ১১টা থেকে। হয়েছেও তাই। তবে জেলা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেককেই দেখা গেল গরমে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের ধকল অনেকেই ঠিক সামাল দিয়ে উঠতে পারেননি। তাই সভা শুরু হলেও অনেককেই সভাস্থলে কাছে যেতে দেখা যায়নি। বরং সভাস্থল থেকে কিছুটা দূরে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে বা গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকতেও দেখা যায়। উদ্দেশ্য কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া। আর ব্রিগেডের আশেপাশে হকারদের ভিড়ে পুরো একটা ফেস্টিভ মুড। বলা

ভাল পিকনিকের মেজাজে ময়দান।

এদিকে একটু খোঁজ খবর নিতে এ খবরও কানে আসে শুধু শনিবার-ই নয়, বরিবারেও তৃণমূল কর্মীদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে ডিম-ভাতের। তবে তার দাম ৫০ টাকা। দেদার বিকোতে দেখা গেছে সেই ‘ডিম্ভাত’। এর পাশাপাশি গরমে শরীর চাঙ্গা রাখ ার জন্য ছিল ফলের স্যালাডও। খ াওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা মন-পসন্দ হওয়ায় তাতেই মজে যেতে দেখা গেছে তৃণমূল কর্মীদের।

এখানে এটা না বললেই নয়, শনিবারেও ‘প্রি-ব্রিগেড’ পর্বে খাওয়া দাওয়ার বেশ এক এলাহি আয়োজন করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফ থেকে। উত্তরবঙ্গ থেকে যে সকল তৃণমূল কর্মীরা কলকাতায় এসেছেন, তাঁদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ইকোপার্কে। এছাড়াও গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামেও ছিল থাকার ব্যবস্থা। আর এই দুই জায়গাতেই শনিবারের মেনুতে ছিল ডিম, ভাত, সবজি ইত্যাদি-ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, প্রতিবছরই একুশে জুলাই তৃণমূল শহিদের স্মরণে সমাবেশ করে থাকে। বরাবরই দেখা যায় দল তাঁদের কর্মীদের থাকার যেমন ব্যবস্থা করে থাকে, তেমনই খাওয়ার ব্যবস্থাও করে। সমাবেশের অন্যতম আকর্ষণীয় মেনু থাকে এই ডিম-ভাত। এবার ব্রিগেড সমাবেশেও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি।

মিমির জায়গায় সায়নী, যাদবপুরের লড়াই দ্বিমুখী না ত্রিমুখী, সেদিকেই তাকিয়ে বঙ্গ রাজনীতি !

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় যে একাধিক চমক থাকবে তার আভাস আগেই পাওয়া যাচ্ছিল। কিছু পুরনো মুখ এবং কিছু নতুন যোদ্ধাদের নিয়ে লোকসভার ভোটযুদ্ধে নামলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি প্রার্থী ঘোষণার প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেন, ‘দুই একজনকে প্রার্থী করতে পারলাম না। তাঁদের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করার বিষয়টি ভেবে দেখব।’ উল্লেখ যোগ্যভাবে এই প্রার্থী তালিকায় নাম ছিল না সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে মিমি চক্রবর্তী সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। রাজনীতিতে আর থাকতে চান কিনা, তা নিয়েও উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন তিনি। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছিল মিমি চক্রবর্তীর

কণ্ঠে। তিনি জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেননি।

যাদবপুর কেন্দ্র এককালে পরিচিত ছিল বাম দুর্গ হিসেবেই। তবে এরপর তার দখল নেয় তৃণমূল। ১৯৯৮ এর লোকসভা নির্বাচনে সিপিআইএমের মালিনী ভট্টাচার্যকে হারিয়ে দেন কৃষ্ণা বসু। এরপর বামেরা আবার ক্ষমতায় ফেরে ২০০৪ সালে। জেতেন সুজন চক্রবর্তী। ২০০৯ সালে আবার সুজনকেই হারিয়ে দেন তৃণমূলের গায়ক প্রার্থী কবীর সুমন। ২০১৪, ২০১৯-এও যথাক্রমে সুগত বোস ও মিমি চক্রবর্তী জেতেন তৃণমূলের পক্ষে। এবার সেই মিমি চক্রবর্তীকে সরিয়েই সায়নী ঘোষকে যাদবপুরের টিকিট দিল তৃণমূল। শুধু তাই নয়, সায়নী নিজেও যাদবপুর এলাকারই বাসিন্দা। ফলে এই আসনের জন্য তাঁকে বেছে নেওয়া তৃণমূলের অন্যতম কৌশলগত মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, মিমি চক্রবর্তী নিজেই রাজনীতি থেকে সরতে চাইছিলেন। তাছাড়া যাদবপুর কেন্দ্রে তাঁর কাজ নিয়েও একাংশের ক্ষোভ রয়েছে। কেন্দ্রে যথেষ্ট সময় দেন বলেও অভিযোগ মিমির বিরুদ্ধে। সেই অর্থে, সায়নী ঘোষ রাজনীতিতে মিমির চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। ভোটে দাঁড়ানোর আগে থেকেই তিনি সংগঠনের কাজ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, সায়নী বরাবর বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আদর্শ। দলীয় কাজে সায়নীর আগ্রহ ও অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। রাজনীতির ময়দানে বেশিরভাগ সবসময় শাড়িতে দেখা যায় তাঁকে। অনেকটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কায়দায় হাঁটার চেষ্টাও করেন। তাছাড়া রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

এদিকে একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও সায়নীকে টিকিট দেয় তৃণমূল। আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে অগ্নিমিত্রা পলের কাছে মাত্র ৪ হাজারের সামান্য বেশি ভোটে হারেন তিনি। তবে এবার চ্যালেঞ্জ আরও বড়। যাদবপুর কেন্দ্র। অনেকদিন ধরেই বামেরাও ধীরে ধীরে যাদবপুরে নিজেদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রয়েছে। এদিকে আবার ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির যাদবপুরের প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে এবার যাদবপুরে দ্বিমুখী না ত্রিমুখী লড়াই হয় সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

কংগ্রেস গড়েও চমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, অধীরের সঙ্গে টক্করে ইউসুফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তৃণমূল। আর সেই প্রার্থী তালিকায় একের পর এক চমক। বহরমপুরে কেকেআর-এর প্রাক্তন তারকাকে প্রার্থী করে চমক দিল রাজ্যের শাসকদল। বহরমপুরে প্রার্থী হচ্ছেন গুজরাতের বাসিন্দা ইউসুফ পাঠান। দীর্ঘদিন ভারতীয় জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। ইউসুফের ঝুলিতে রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ডের পাশাপাশি ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ডও। একসময় আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়েও খেলতেন তিনি। এবার সেই ইউসুফের রাজনীতিতে নামার খবর সামনে আসতেই তা নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেট মহল। জোর চর্চা শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতেও।

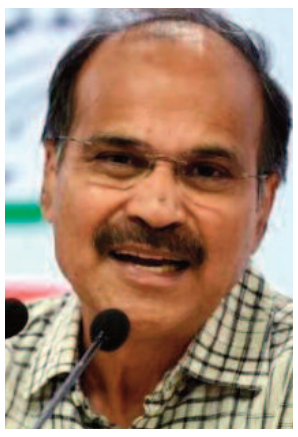

এদিকে বহরমপুরে বরাবরই দাপট রয়েছে কংগ্রেসের। বর্তমান সাংসদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শুধু তাই নয়, এই বহরমপুর হল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা দীর্ঘদিনের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর গড়। ১৯৯৯ সাল থেকে একটানা এই কেন্দ্রেই জয়ী হয়ে আসছেন অধীর। এমনকী গত লোকসভা ভোটে প্রবল বিজেপি হাওয়ার মধ্যেও নিজের গড় বাঁচাতে পেরেছিলেন অধীর। যদিও কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কোনও আসনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। তবে রাজনৈতিকমহলের সিংহভাগই মনে করছে, এবারেও হয়ত বহরমপুর আসন থেকেই লড়তে পারেন অধীর।

এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় মাথার রাখতে হবে, একটা সময় ইন্ডিয়া জোট করে লড়াইয়ের কথা হলেও রাজ্যে কিন্তু তৃণমূলের বিরোধিতা থেকে এক ইঞ্চিও সরেননি অধীর চৌধুরী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের প্রায় সকলেই মনে করেন, রাজ্যে তৃণমূল বিরোধিতার অন্যতম মুখ এই অধীর। সেক্ষেত্রে এহেন ‘অ্যাগ্রেসিভ’ অধীর এবারেও বহরমপুর থেকে প্রার্থী হলে তাঁর বিরুদ্ধে লড়তে হবে ইউসুফকে।

এদিকে এই কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি। প্রথম দফায় যে ১৯৫ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে বহরমপুরের প্রার্থী হিসেবে চিকিৎসক নির্মল সাহাকে দাঁড় করিয়েছে গেরুয়া শিবির। এই নির্মল সাহাও জেলায় যথেষ্টই পরিচিত। শুধু ‘ডাক্তারবাবু’ হিসাবেই নয়, সামাজিক কাজকর্মের জন্যও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। এখন দেখার যেমন বাইশ গজে বিগ হিট করে বল মাঠের বাইরে বের করেন, তেমনই কোনও কামাল রাজনীতির ময়দানেও করতে পারেন কি না ইউসুফ পাঠান। এখন দেখার ইউসুফের হাত ধরে অধীরগড়ে কতটা বাজিমাত করতে পারে তৃণমূল।

ফের শাহজাহানের ৪ দিনের সিবিআই হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার শেখ শাহজাহানের হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ফের তাঁকে বসিরহাট আদালতে তোলা হয়। সকালেই সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে নিয়ে বসিরহাট পৌঁছে যায় সিবিআইয়ের টিম। ফের তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক শেখ শাহজাহানকে ৪ দিন সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিন শাহজাহান মামলার শুনানি হয় বন্ধ এজলাসে। সংবাদমাধ্যমকে আটকে দেওয়া হয় কোর্টরুমের বাইরে। আদালত সূত্রে খবর, শেখ শাহজাহানের আইনজীবী তাঁর জামিনের আবেদন করেন বিচারকের

কাছে। পাল্টা নিজেদের হেপাজতে তাঁকে পেতে চান গোয়েন্দারা। এদিন শুনানির সময় শাহজাহানের আইনজীবীর তাঁর জামিনের আবেদন করেন বিচারকের কাছে। অপরদিকে, সিবিআই-এর আইনজীবী জানান, শাহজাহানের মোবাইল ফোন দু'টি এখনও মেলেনি, তদন্তের স্বার্থে প্রমাণ জোগাড় করা প্রয়োজন। এরপরই বিচারকের কাছে শাহজাহানের চারদিনের হেপাজত প্রার্থনা করেন এজেন্সির আইনজীবী। সেই আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক।

আদালতে শাহজাহানের আইনজীবী রাজা ভৌমিক বলেন, আজ শুনানি ছিল। ওরা ৮ এবং ৯ দুটোতেই পিসি চেয়েছিল। যেহেতু আজ কেস নম্বর ন'য়ের শুনানি ছিল তাই জন্য চারদিনের হেপাজত দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৪ তারিখ ফের শুনানি।

সভা সমাবেশে যোগ দিতে এবার মেট্রোও হতে চলেছে এক নতুন রাস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমাবেশ হয়েছে এর আগেও। সমাবেশ হয়েছে শাসকদল তৃণমূলের তরফ থেকেও। ফি-বছর ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ তো হয়ই তৃণমূলের তরফ থেকে। তবে এ বছর এই ব্রিগেড সমাবেশে সামনে এল এক নতুন ছবি। সমাবেশে যাঁরা যোগ দিতে আসেন তাঁদেরকে নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে কলকাতা ঘুরতে চড়তে দেখা যেত মেট্রোয়। সমাবেশে পৌঁছনোর জন্য মেট্রোও যে একটা পরিবহণ মাধ্যম হতে পারে সে ব্যাপারে কখনই কোনও রাজনৈতিক দলকে নজর রাখতে দেখ া যায়নি। তবে এবার যেন একটু ভিন্ন পথে হাঁটালেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ব্রিগেডে পৌঁছনোর জন্য ব্যবহার করা হল মেট্রোকে।

রবিবারে মেট্রো এমনিতেই কম সংখ্যায় চলে। তার ব্যতিক্রম ছিল না এই রবিবারও। তবু সকাল ন'টা নাগাদ দমদম মেট্রো স্টেশনে পৌঁছতেই নজরে এল দীর্ঘ লাইন মেট্রোতে ঢোকার জন্যই। আর এই লাইনে যাঁরা অপেক্ষমান তাঁদের প্রত্যেকের গন্তব্য হয় পার্ক স্ট্রিট অথবা ময়দান। এর থেকে বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ায় কথা নয় এই যুবক থেকে প্রবীণদের লক্ষ্য ব্রিগেডের জনগর্জনে অংশ নেওয়া। তবে সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মেট্রোতে যাওয়ার আগে দলের কোনও এক স্থানীয় শীর্ষ নেতৃত্ব টোকেন কিনে তৈরি রয়েছেন এই সব সমর্থকদের জন্য। শুধুমাত্র দমদম স্টেশনে পৌঁছতে হচ্ছে মাত্র। সেখ ানে গেলেই হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই টোকেন। এরপর শুধু মেট্রোতে চড়ে পৌঁছে যেতে হবে সভায়।

তবে এদিন যাঁরা মেট্রো স্টেশনে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এটাই ঠাহর হল, প্রত্যেকেই শহরের উপকণ্ঠে বাস করেন। প্রত্যেকের একই বক্তব্য, ব্রিগেডে পৌঁছনোর সবথেকে সহজ পথ হল এই মেট্রো। ট্রেনে বা বাসে করে পৌঁছতে গেলে তাঁরা আদৌ পৌঁছতে পারবেন কি না সভায় তা নিয়ে নিশ্চিত নন তাঁরা। তাই সভার আগেই স্থানীয় নেতৃত্ব পরিকল্পনা নিয়েছেন, সভাস্থলে নির্বিঘ্নে পৌঁছতে ব্যবহার করা হবে মেট্রোকেই। সঙ্গে এটাও জানাতে ভোলেনি, এই প্রথম সভাস্থলে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে এমন এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে, এই মেট্রোর সুবিধা নিতে পেরেছেন কলকাতার উপকণ্ঠে যাঁরা থাকেন শুধুমাত্র তাঁরাই। তবে এটাও ঠিক যে কর্মী- সমর্থকদের সভায় পৌঁছতে যে মেট্রোকে ব্যবহার করা যেতে পারে সে পথ দেখাল তৃণমূলই।

আমাদের প্রার্থী তালিকা সাদামাটা হবে: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের মতো প্রার্থী তালিকায় চমক থাকবে না! সাফ জানিয়ে দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। রবিবার ভাঙড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন নওশাদ। সেখানেই তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রার্থী তালিকায় কোনো চমক থাকবে না। সাদামাটা প্রার্থী ঘোষণা হবে। যারা মানুষের সঙ্গে মিশে থাকেন তাদেরকেই প্রার্থী করা হবে। যারা সংসদে গিয়ে মানুষের কথা বলবে মানুষের কাজ করবে সেই ধরনের প্রার্থী করা হবে। তবে আমরা সব জায়গায় প্রার্থী দিতে পারব না। সেই ক্ষমতা আমাদের নেই। যেখানে যেখ ানে আমরা শক্তিশালী সেখানে প্রার্থী দেব। তাই আমরা এ বিষয়ে বেশ কিছু অবিজেপি দলের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা এখন পর্যন্ত কিছু জানায়নি। তাদের উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তারপরেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দেব। এদিকে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিগেড সভায় সাফ জানিয়েছেন তারা একলাই লড়াই করছেন। সেক্ষেত্রে জোটের কোনো সম্ভবনা নেই কংগ্রেসের সঙ্গে। কাজেই বাম কংগ্রেস ও আইএসএফ এক ছাতার তলায় লড়াইয়ে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বামেদের কোনো সমস্যা না হলেও বিগত দিনের নিরিখে কংগ্রেসের সঙ্গে আইএসএফ এর বোঝাপড়ায় কিছুটা অসংগতি দেখা গিয়েছে।

কুণাল-তাপসের আপত্তি থাকলেও কলকাতা উত্তরে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোনও আপত্তিই কার্যত ধোপে টিকল না। কুণাল-তাপসের সব অভিযোগকে নস্যাৎ করে ফের কলকাতা উত্তরে প্রার্থী করা হল তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সম্প্রতি সুদীপকে নিয়ে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। সুদীপকে যাতে প্রার্থী করা না হয় সেই দাবি তোলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, তাপস রায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সুদীপের বিরুদ্ধে বোমা ফাটান কুণাল ঘোষ।

দল বিরোধী কথা বলায় শোকজ নোটিস পাঠানো হয় কুণালকে। যদিও তারপর বরফ গলে। দেখা যায় সুদীপ ফোন করে কুণালকে বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ জানান। অন্যদিকে সুদীপের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে দলত্যাগী হন বর্ষীয়ান বিধায়ক তাপস রায়।

সম্পাদকীয়

নারীদের বড় অংশটাই পড়ে থাকছে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অসম্মানের অন্ধকারে

বাস্তবিকই লিঙ্গসাম্যের পথ অনেকটা লম্বা। তবে সম্মেলনে যেমন বলা হয়েছে, তেমন এর জন্য কুড়ি, পঞ্চাশ, আশি বা দু'শো বছরের সময়কাল মেপে দেওয়া সম্ভব কি না, ভাবার বিষয়। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে যদি ওই সময়ের মধ্যে লিঙ্গসাম্য আসেও, বাস্তবে তার দ্বারা সমাজের ভিতরে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে কি? লিঙ্গসাম্য মানে তো আর শুধু বেতনে সমতা কিংবা কিছু অংশের নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপার নয়। এর প্রকৃত অর্থ সমাজমনে নারীর পূর্ণ মানুষ হিসেবে মর্যাদার স্বীকৃতি। কিন্তু তা অর্জন করতে হলে উৎপাদনের কাজে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে যে ভাবে নারীর অংশগ্রহণ করা উচিত, তার কতটুকু সুযোগ এই সমাজে আছে? সমাজমনন গড়ে ওঠে চলতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে। প্রাচীন দিনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবেই নারীর স্থান হয়েছিল ঘরের মধ্যে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এসে শিল্প-কলকারখানার বিকাশ যখন ঘটাল, তখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনেই মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। কাজ করতে শুরু করল শ্রমিক-পুরুষের পাশাপাশি। কিন্তু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমরা রয়েছি, তা বৈষম্যমূলক হওয়ায় আজও মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে মানুষে-মানুষে এবং নারী-পুরুষেও বৈষম্য জারি রয়েছে। অর্থনীতিতে বৈষম্য যত দিন থাকবে, তত দিন এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। বৈষম্যের এই সমাজে আজ তাই দেশের একটা অংশের নারী হয়তো সেনাবাহিনীর উচ্চপদে আসীন হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, এরোপ্লেন চালাচ্ছে, এমনকি মহিলা রাষ্ট্রপতিও পাচ্ছি আমরা। কিন্তু মেয়েদের বড় অংশটাই পড়ে থাকছে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অসম্মানের অন্ধকারে। তাদের দিন কাটছে যে কোনওমুহূর্তে অত্যাচারিত, অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে, ঘরে কিংবা বাইরে। লিঙ্গসাম্য তাদের কাছে দূর আকাশের চাঁদ।

নারীর তুলনা নারী নিজেই

রথীন কুমার চন্দ

নারী হল ধরিত্রীর এক অংশ। পুরাণের রামায়ণে সীতা, মহাভারতের দ্রৌপদী; ইতিহাসের ঝাসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, রাণী দুর্গাবতী; প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সরোজিনী নাইডু এবং মাতঙ্গিনী হাজরা; এনাদের জীবন সংগ্রাম আমরা পূড়াণেড় ও ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। মারগারেট থ্যাচার, ইন্দিরা গান্ধী, কিরণ বেদী এনাদের জীবন সংগ্রাম আবার অন্যরকম। আসলে প্রত্যেকে নারী পরিচয়ে বড় হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন সময়ে, পরিবেশে।

সীতা রামের অর্ধাঙ্গিনী হয়ে বিয়ের পর বনবাসে চলে গেলেন চোদ্দ বছরের জন্য, রাজ্যে ফিরে এসেও তাকে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল শুধুমাত্র তাকে পবিত্রতার প্রমাণ দিতে; দ্রৌপদীর একই নির্মম লিখনে সুখের সময়টা অতিবাহিত করতে হল বনবাসে। বনবাস পর্বের প্রারম্ভে তাকে কেন্দ্র করে এই পুরাণের কাহিনী ওলট পালট হয়ে গেল। নারী বলে তাকে দুর্যোধনের মত চরিত্রের কাছে লাঞ্ছিত হতে হল।

নারী বলে তাদের জীবন গাথা বেদনাদায়ক হতে হবে, সমাজের সমস্ত লাঞ্ছনা, দুঃখ সব তাদের জন্য পূর্ব নির্ধারিত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে নারীদের জন্য অবগুণ্ঠন, বাধাবিপত্তি সমাজের তৎকালীন সমাজপতিরা ঠিক করতেন। বিয়ে থেকে শুরু করে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত সবটাই জীবন খাতায় তারাই ঠিক করতেন। এজন্য নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতেন, বাল্য বিবাহ ও সতী দাহের মত ঘৃণ্য কাজ তাদের উপরেই করা হতো।

দিবসটা নারীদের। নারী জীবনের ধরিত্রী, নারী এই ধরণীর জীবন স্পন্দনের ধারক ও বাহক। আমাদের সমাজ কি অদ্ভূত, যিনি জীবনদানের ভিত্তিপ্রস্তর রচনার বাস্তুকর, তাদের জন্য দিবস, সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সহনশীলতা দিয়ে কৃতী কর্মযোগী ভারতমাতার সন্তান গড়লেন যে জন্মদাত্রীরা- চৈতন্যদেব, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ চন্দ্র বসুদের ছত্রছায়ায়। নারি দিবস ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কি প্রতিকী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী প্রতীকি নাকি মিথ তার প্রমাণ আমাদের ইতিহাস। নারী শুধু মাতা হিসাবে প্রসিদ্ধ নন, নারী মানে অর্ধাঙ্গিনী। সাবিত্রী ও দময়ন্তী এঈতিহাসিক নারী চরিত্রগুলি সহধর্মিণীর ভূমিকায় মিথ। তবু নারী প্রতীকি হিসাবে চিহ্নিত। আমরা আজো তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানে নারী দিবস যুক্তিযুক্ত নাকি প্রাসঙ্গিক। নারীকে আজো বিজ্ঞাপনের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় আকর্ষকের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে। এমনকি প্রতিদিনের সংবাদপত্র ও সংবাদে নজর রাখলে দেখা যাবে নারীরা কিভাবে হিংস্র প্রবণতা ও লালসার স্বীকার হচ্ছেন। পণ্য হিসাবে নারীকে ব্যবহার করার প্রাসঙ্গিকতা বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তার দাবী রাখে। পেশার আহ্বানে পেশাদারিত্বের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে ও মানসিকতার পরিবর্তনই নারীর হাতিয়ার। নারী আজ পুরুষের সাথে কাধে-কাধ মিলিয়ে, চোখে-চোখ রেখে আর মুন্সিয়ানার সাথে সমান তালে পুরুষের সাথে পা মিলিয়ে চলেছে। নারী আজ বিমান,রেল ইঞ্জিন চালাচ্ছে; মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে;সেনাবাহিনীতে পুরুষের পাশাপাশি দেশের সীমান্ত প্রহরায় সদাব্যস্ত। এমনকি আইনশ্রংখলা রক্ষায় কৃতী আই,পি,এসের (কিরণ বেদী) ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার নজির ভারতীয় নারী দেখিয়েছে। এমনকি ইসরোর বিজ্ঞানী হিসাবে সংসার ধর্ম পালন করেও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। ইতিমধ্যে রাজনীতিতেও রাজ্যের সফল মুখ্যমন্ত্রী। উজ্জ্বল নারী হিসাবে বিশ্বের মঞ্চে সমাদৃত হয়েছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় নারীরা কম যান না, ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, জিমন্যাস্টে দীপা চক্রবর্তী জলন্ত উদাহরণ। নারীদের জন্য আলাদা কোন দিবসের প্রয়োজন হয় না তাদের অবদান স্মরণের জন্য। নারীর পরিচয় সে নিজেই। ঐতিহাসিক যুগ থেকে দেখছি জননী হিসাবে নদের নিমাই খ্যাতি শচীমাতার সৌজন্যে; বিবেকানন্দের খ্যাতি মা ভুবনেশ্বরীর কল্যাণে। সহধর্মিণী হিসাবে কিংবদন্তী চরিত্র সাবিত্রী ও দময়ন্তী, তারা আজো উদাহরণ। ভগিনী বা সহযোদ্ধা হিসাবে (প্রতিলতা ওয়ার্দার) ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সমানে সমানে সংগ্রাম চালিয়েছেন। প্রাক-স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে চিকিৎসাবিদ্যায় কৃতি নারী কাদম্বরী দত্ত। পরবর্তীতে আইনশাস্ত্রে পদ্মা খাস্তগীর। নারী দিবসের শ্রদ্ধার্ঘ বোধহয় এই সমস্ত নারীর কৃতিত্বের কাছে ম্লান হয়ে যায়। নারী দিবসকে ছোট না করে বলা যায় নারীর তুলনা নারী নিজেই। একই অঙ্গে সে মাতা, অর্ধাঙ্গিনী, ভগিনী ও সহযোদ্ধা। পদার্পণ তার সর্বত্রই, আলাদা করে নারীর জন্য কোন দিবস প্রতিকি হিসাবে পালন করে তাকে ছোট করা যাবে না, তেমনি তার পদচারণা অবরুদ্ধ করা যাবে না কোন অংশে। নারী সৃষ্টির প্রতীক যেমন কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক। সাহিত্যিক ঝুম্পা লাহিড়ি বোধহয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাতীয় ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবী অনন্যতার পরিচয় দেখিয়েছেন। সমাজসেবী মেধা পাটেকারের নর্মদা আন্দোলনে জড়িত নামটি অনন্য নারীর স্বাক্ষর বহন করে। নারীর সম্মান ইত্যবসরে ভূলুণ্ঠিত, এই প্রশ্ন আজকের নয়। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মহাকাব্য রামায়নে সীতার অগ্নিপরীক্ষা রামরাজ্যেও হয়েছিল। আবার নীতিবাগীশ মহাকাব্য মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের লজ্জাস্কর অধ্যায় সম্ভবপর হয়েছিল। নারী গতকাল ও নিরাপদ ছিল নয়া আগামীতে নিরাপদ কিনা সেই জিঘাংসার নিষ্পত্তি ঘটাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। লালসার স্বীকার নারী আবার উদযাপনের প্রতিভূ। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার কি মেলবন্ধন। ভারতীয় সমাজ নারিকে যৌবনে লালসার স্বীকার করেছেন, আবার ভগিনী ও মাতা হিসাবে তার স্বরূপ প্রকাশিত। দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন না বদলাচ্ছে নারীর মূল্যায়ন সঠিক ভাবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র নারীর মূল্যায়ন সঠিক ভাবে দেখাতে পেরেছিলেন; নারীর অবস্থান কি, কোথায় ও কেমন করে রয়েছে। নারী দিবসের মূল্যায়ন শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক দূরদর্শিতাই উপযুক্ত দিগদর্শী হয়ে উঠেছে। নারী দিবসের মাহাত্য যদি মূল্যায়িত হত তবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নির্ভয়া কাণ্ড ঘটে চলত না। নারী দিবস পালিতই হয় কিন্তু এখনো ভারতের নারীকে সহমরণে যেতে হয়, নাবালিকার বিবাহবন্ধন বা পরিণয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিধবাদের জীবন গাথা ছিল সম্পূর্ণ একটা নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত। সমাজের সাথে মেলা মেশা করার সুযোগ ছিল দূর অস্ত। শুধু দিনক্ষয় ছাড়া জীবনযাপনের কোন অর্থ ছিল না। বিধবা মানে সাদা থানের নিথর মানবী রুপের আধার, দিন গোনা 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার করো আমারে'। দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো নামগানের মধ্যে দিয়ে।

নারী কিন্তু আজ অবলা নয়, নারী আজ প্রতিবাদী; যে চুল বাধে, সে দুর্গার মত দশ অবতারে সংসারের জোয়াল সামলে, পুরুষের কাধে কাধ মিলিয়ে কর্মজগতে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে। নারী আজ চন্দ্রায়ন ৩ (৫১ জন মহিলা বিজ্ঞানী) এর অভিযানে পুরুষের সাথে কাজ করেছে, দেশকে পৃথিবীর বুকে সম্মানজনক স্থান এনে দিতে।

নারী দিবস প্রশ্ন রাখে ফেলে আসা দিনের সেই সমস্ত মহিলাদের জন্য, যারা সমাজের কাছে নিস্পাপ হয়েও কেন তারা এই ফল ভোগ করলেন। নারী দিবস কি তাহলে পুরুষের প্রায়শ্চিত্তের দিন, নাকি এই দিনে শুধুমাত্র নারী অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকারের দিন মাত্র। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিয়ে থাকি তাই, তবে আমরা কি সর্ব স্তরে নারীকে তার অধিকার দিতে পেরেছি?

> নারী জীবনের ধরিত্রী, নারী এই ধরণীর জীবন স্পন্দনের ধারক ও বাহক। আমাদের সমাজ কি অদ্ভূত, যিনি জীবনদানের ভিত্তিপ্রস্তর রচনার বাস্তুকর, তাদের জন্য দিবস, সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সহনশীলতা দিয়ে কৃতী কর্মযোগী ভারতমাতার সন্তান গড়লেন যে জন্মদাত্রীরা- চৈতন্যদেব, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ চন্দ্র বসুদের ছত্রছায়ায়। নারি দিবস ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কি প্রতিকী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী প্রতীকি নাকি মিথ তার প্রমাণ আমাদের ইতিহাস। নারী শুধু মাতা হিসাবে প্রসিদ্ধ নন, নারী মানে অর্ধাঙ্গিনী। সাবিত্রী ও দময়ন্তী এঈতিহাসিক নারী চরিত্রগুলি সহধর্মিণীর ভূমিকায় মিথ। তবু নারী প্রতীকি হিসাবে চিহ্নিত। আমরা আজো তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ।

অন্ধকার ও শূন্যতার জ্ঞান দেন প্রকৃত গুরু
সেই বার্তাই বহন করে মহাশিবরাত্রি

শুভজিৎ বসাক

অন্ধকার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাজমান আসল সত্যি যাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আবার এও বলা হয় যে মনে অন্ধকার থেকেই শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে অন্ধকার সভ্যতাকে সরিয়ে আধুনিক বা আলোর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ যা অন্ধকার তাইই বর্বর ও অসভ্য। কিন্তু আদপে কি তাই হয়েছে? সভ্য জগতেই বিনাশকারী কার্যসিদ্ধি বেশি করে হয়ে আসছে যেমন মানুষ মানুষের এবং সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকারে ধ্বংসসাধন করতে রীতিমত ন্যস্ত হয়েছে। কিছু কুটিল প্রবণতার মানুষ চায় একমাত্র নিজের ক্ষমতা কুক্ষিকরণ ও তার আধিপত্য বিস্তার। তার জন্য সে হিংস্রতা, কুটিলতা, মিথ্যাচার অবলম্বন করেছে। অন্যের সফলতা তার কাছে সবসময়েই ঈর্ষার কারণ। অতএব যা আলোকময় সভ্যতা তা সভ্য এবং সকল অন্ধকার বর্বরতার প্রতীক সেই ধারণা একপ্রকার ভুল। তাদের উচিৎ মহাযোগী শিবকে জানা।

'শিব' কথাটির উৎপত্তি 'শব' শব্দ থেকে অর্থাৎ যা নেই বা যা দেখা যায় না তিনিই শিব। শিবকে ঈশ্বর হিসাবে আরাধনা করা হয় না, তিনি মহাযোগী। 'যোগী' শব্দের অর্থ যিনি অস্তিত্বের একত্ব উপলব্ধি করেছেন। এখানে সেই একত্ব হল সীমাহীনকে জানার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, অস্তিত্বের একত্বকে জানার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই যোগ। আবার যোগিক ঐতিহ্যে, শিবকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করা হয় না, তবে আদিগুরু হিসাবে বিবেচনা করা হয়, প্রথম গুরু যার কাছ থেকে জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল।

এখানে গুরু শব্দের অর্থ খালি শিক্ষাদান করছেন যিনি তা নয়, প্রকৃত গুরু তিনিই যাঁর মধ্যে বিশালাকায় শূন্যতা রয়েছে। গুরুর দৃষ্টি দৃষ্টি ছোট ছোট জিনিসের প্রতি হবে, তিনি তাতেই প্রচুর সৃষ্টি দেখতে পাবেন আর তাতেই বড় জিনিসের সন্ধান করেন। তিনি উপলব্ধি করাবেন যে অস্তিত্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় উপস্থিতি একটি বিশাল শূন্যতা। আরও সহজে বলা যায় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কয়েকটি দাগ যাকে আমরা ছায়াপথ বলি, সাধারণত অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাদের ধারণ করা বিশাল শূন্যতা সবার নজরে আসে না। এই বিশালতা, এই সীমাহীন শূন্যতা, যাকে শিব বলা হয়। আজ আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করে যে সবকিছুই শূন্য থেকে আসে এবং শূন্যে ফিরে যায়। এই প্রসঙ্গেই শিব, বিশাল শূন্যতা বা শূন্যতা। অর্থাৎ যিনি প্রকৃত গুরু তিনি শূন্যতার মাঝে একত্ব সন্ধান করেন ও সেই শিক্ষাই প্রদান করে থাকবেন- যা বিশ্বজাগতিক, পরম সত্যি বাকি বৈভবসহ যা দৃশ্যত সবই মিথ্যাসর্বস্ব।

এবারে আসি অন্ধকারই শিবের প্রিয় কেন? এই গ্রহে আলোর সবচেয়ে বড় উৎস সূর্য। আবার সূর্যের আলোকে নিজের হাত দিয়ে আড়াল করা সম্ভব এবং অন্ধকারের ছায়া সৃষ্টি হয়। আলো সর্বদা এমন একটি উৎস থেকে আসে যা নিজেই জ্বলছে। এর শুরু এবং শেষ আছে। এটা সবসময় একটি সীমিত উৎস থেকে হয়, অন্ধকারের কোন উৎস নেই। সে নিজের কাছে একটি উৎস। এটি সর্বব্যাপী, সর্বত্র। তাই আমরা যখন শিব বলি, তা হল অস্তিত্বের এই বিশাল শূন্যতা যার সাথে অন্ধকার অভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এই বিশাল শূন্যতার কোলেই সব সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থাৎ আলোকময় সভ্যতার সমান্তরালে চলমান অন্ধকার ও তার থেকে উদ্ভূত সৃষ্টিকে উপলব্ধি করার মন্ত্র নিহিত রয়েছে শিবকে জানার মধ্যে। তাঁকে জানবার মাধ্যমে এটা জানা যায় যে আধিপত্যের মিথ্যা শক্তি একদিন ধুলিস্যাৎ হবে, তাই শূন্যতার মাধ্যমে একত্ব উপলব্ধি করাতেই মানবকল্যাণের সমৃদ্ধি নিহিত আছে। তবেই তিনি প্রকৃত যোগী ও মানুষ হয়ে উঠবে। মহাশিবরাত্রির রাত একজন ব্যক্তিকে এটি অনুভব করার সুযোগ দেয়। এই রাতে, গ্রহের উত্তর গোলার্ধ এমনভাবে অবস্থান করে যে মানুষের মধ্যে শক্তির স্বাভাবিক উত্থান ঘটে। এটি এমন একটি দিন যখন প্রকৃতি একজনকে তার আধ্যাত্মিক শিখরের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করায়। শক্তির এই স্বাভাবিক উত্থানকে তাদের পথ খুঁজে পেতে অনুমতি দেওয়ার জন্য রাতব্যাপী উৎসবের একটি মৌলিক বিষয় হল সারারাত নিজস্ব মেরুদণ্ড উল্লম্বভাবে জেগে থাকবে তা নিশ্চিত করা এবং মতাদর্শগত মানুষের প্রবৃত্তি নিবারণ করা।

আনন্দকথা

মাস্টার — আজ্ঞে হ্যাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে 'বস্তুবিচার'।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, বস্তুবিচার! এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র — এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

ঈশ্বর দর্শনের উপায়

মাস্টার — ঈশ্বরক কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নামগুণগান, বস্তুবিচার — এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪০ *বিশিষ্ট লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯১৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় হাজারের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অমরিন্দর সিংয়ের জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি থেকে এক নম্বরেই থাকবেন ?

বনস্পতি দে ● হুগলি

হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, অনেকদিন ধরেই কথাবার্তা চলছিলগ্ন হুগলিতে লড়াই এবার লকেট-রচনার। কয়েকদিন আগেই বাংলার বিখ্যাত রিয়্যালিটি শো 'দিদি নং ১'-এ অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপর থেকেই জল্পনা চলছিল বিভিন্ন মহলে। অবশেষে ঘটে গেলও তেমনটাই। জনপ্রিয় ওই রিয়্যালিটি শোয়ের সঞ্চালিকা তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করল তৃণমূল। রবিবার ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে প্রার্থী ঘোষণা করে তৃণমূল কংগ্রেস।

এবারের প্রার্থী তালিকায় একগুচ্ছ চমক রেখেছে ঘাসফুল শিবির। সেখানে যেমন ক্রীড়া জগতের ব্যক্তিত্বরা রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন অভিনেতা - অভিনেত্রীরাও। তাঁদেরই একজন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলি কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। রবিবার নাম ঘোষণার

পর দলনেত্রীর সঙ্গে র‍্যাম্পে হাঁটতেও দেখা যায় তাঁকে। পরে রচনা জানান, অনেকদিন ধরেই কথাবার্তা চলছিল, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলকে সমর্থনও করে আসছেন। রচনা বলেন, 'দিদি বলেছেন তোমাকে আমার পাশে চাই। দিদি বলেছেন, আর কোনও কথা নেই।'

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি বিজেপি যে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে সেখানেও এই হুগলি কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী করা হয়েছে লকেটকে। তারপর থেকে প্রচার কর্মসূচিও শুরু করে দিয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রে হুগলির ভোটাররা এবার ভোটের ময়দানে দুই অভিনেত্রীর টক্কর দেখতে পাবেন একথা বলাই যায়। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না লকেটকে, যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবশ্য খুব একটা বেশি গুরুত্ব দিতে রাজি নন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে লকেট বলেন, 'এটা আসলে মোদিজির ভোট। লড়াইটা মোদি বনাম মমতা। এই লড়াই যতই লকেট বনাম রচনা করুক না কেন, কিছুই করতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করেছেন মানুষ দেখেছে, আর মোদিজি কী করেছেন দেখেছে। মোদিজির সৈনিক হিসেবে আমরা কাজ করছি। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি কাজ করেছি অনেক জায়গায়। আমরা দু'জনে সহশিল্পী ছিলাম। আসল লড়াই মোদিজির নেতৃত্বে হচ্ছে।' একরকম বলতে গেলে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও ফ্যাক্টর হবেন না বলেই মনে করছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

লকেটের বিরুদ্ধে একাংশের ক্ষোভ যদিও রাজনৈতিকমহলের একাংশ মনে করছে, গত ৫ বছরে হুগলি লোকসভা এলাকায় লকেটকে বিশেষ দেখা যায়নি বলে ভোটারদেরই একাংশের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। এমনকী সম্প্রতি হুগলির খন্যানে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পোস্টারও দেখা গিয়েছে। সেই পোস্টারে লেখা ছিল, 'বিগত ৫ বছরে ইটাচুনা খন্যান অঞ্চলে একদিনও লকেট দিদির দেখা নাই... তাই এইবার এখানে বিজেপির ভোট নাই।'

অন্যদিকে নিজের জনপ্রিয় শোয়ের মাধ্যমে কার্যত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন রচনা। সেক্ষেত্রে লকেট রচনাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও, হুগলিতে তাঁর লড়াইটা যে খুব একটা সহজ হবে না, তেমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার 'দিদি নং ১' এর রচনা হুগলিতেও এক নম্বরেই থাকতে পারেন কি না।

বিশ্বজিৎ দাসকে ঝাঁঝালো আক্রমণ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে এসে বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে ঝাঁঝালো আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সন্দেশখালিতে সভা শেষ করে গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে এলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুর এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বনগাঁ লোকসভার পাঁচ বিধায়কের। তবে তার মধ্যে কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায় ও গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর উপস্থিত থাকলেও উপস্থিত ছিলেন না বাকি বিধায়কেরা। তবে ঠাকুরবাড়িতে এসে শুভেন্দু অধিকারী প্রথমে শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন এরপর তিনি সুব্রত ঠাকুরের বাড়িতে প্রায় ৩০ মিনিট তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন। সুব্রতর বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তিনি শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে বৈঠক করেন প্রায় ৩০ মিনিট। ওই বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল ও গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর।

শান্তনুর বাড়ি থেকে বেরোনোর পর শুভেন্দু অধিকারী গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি জানান, সিএএ শীঘ্রই লাগু হবে এবং বনগাঁ লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকেও আক্রমণ করেন। সাংবাদিক সম্মেলন শেষে শুভেন্দু মতুয়াদের আরাধ্য দেবতা হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দেন। পরবর্তীতে তিনি নাট মন্দিরে একটি কর্মী সভাও করেন।সেখানে বনগাঁ লোকসভার প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে তীব্র ভাষায় একহাত নিলেন বিরোধী দলনেতা।

বিশ্বজিৎ দাস সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আজ এক খুশির দিন। কারণ বিজেপির বিধায়ক তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে।' বনগাঁ লোকসভার বিজেপির প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের প্রচারে আগামী দিনে তিনি থাকবেন এও বলেন শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও দিন কয়েক ধরে রাজনৈতিক মহলের জল্পনা ছিল সুব্রত ঠাকুরের দল পরিবর্তন করবার বিষয়ে। এদিন সেই বিষয়েও কার্যত বিরোধীদের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিলেন সুব্রত ঠাকুরকে পাশে বসিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপ্রতি নির্বাচনের সময় দ্রৌপদী মুর্মুকে ভোট দিয়েছেন অর্জুন সিং, এই ভাষাতেও মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ব্রিগেড থেকে ফেরার পথে মৃত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: ব্রিগেডে তৃণমূলের জনগর্জন সভা থেকে ফেরার পথে বাসে ওঠার আগেই কলকাতাতেই মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল এক তৃণমূল কর্মীর। মৃতের নাম আতুয়াল মণ্ডল। বয়স ৬৪ বছর। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের রায়না ১ নম্বর ব্লকের হিজলনা পঞ্চায়েতের শালগাছা গ্রামে।

তৃণমূলের রায়না ১ নম্বর ব্লক সভাপতি বামদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, আতুয়াল মণ্ডল দলের একজন একনিষ্ঠ ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পাশাপাশি আতুয়াল মণ্ডল তাঁর বাল্যবন্ধুও ছিলেন। এদিন সকালে অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও দলনেত্রীর ডাকে সভায় এসেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই আতুয়াল মণ্ডলের এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দলীয় কর্মী থেকে রায়নার শালগাছা গ্রামে।

বামদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, এদিন সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাস ধরতে সবাই হেঁটে অনেকটা পথ আসেন। সেখানে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে বসার পর আতুয়াল মণ্ডল জল খাওয়ার পরই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি বাকি দলীয় কর্মীরা তাঁকে নিয়ে যান পিজি হাসপাতালে। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসক আতুয়াল মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই দলীয় কর্মীর মৃত্যুর খবর পৌঁছে দেওয়া হয় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। পাশাপাশি মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকেও ঘটনার বিষয়ে জানানো হয়েছে।

'তৃণমূল চোর হলে বিজেপি ডাকাত'

চোর-ডাকাতের দলকে লোকসভায় ভোটে তাড়ানোর দাবি শতরূপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রাজ্যের তৃণমূল চোর হলে কেন্দ্রের বিজেপি ডাকাত। এই দুই চোর ডাকাতের দলকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাড়াতে হবে। সিপিএমের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে রবিবার কালনার বৈদ্যপুর রথতলা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বলেন বামনেতা শতরূপ ঘোষ। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, বাম নেতা দেবব্রত ঘোষ, শতরূপ ঘোষ, মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর সহ অন্যান্যরা।

শতরূপ বলেন, 'রাজ্যে গোরু, বালি, কয়লা, চাকরি চুরি, মা-বোনেদের ইজ্জত পর্যন্ত চুরি হয়েছে। তাই তো তৃণমূলের নেতা কর্মীদের বিপুল পরিমাণে সম্পদ বেড়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছে। দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করতে চাইছে। তাই এই দুই দল তৃণমূল ও বিজেপিকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিদায় জানাতে হবে। এরা একে অপরের পরিপূরক। শুধু তৃণমূলকে হারালে বিজেপিকে শেষ করা যাবে না। আবার শুধু বিজেপিকে হারালে তৃণমূলকে শেষ করা যাবে না। দেশের সামনে আপদ তৃণমূল বিজেপি দুই দলকেই হারাতে হবে। মানুষের সামনে এদের হারানোর সবচেয়ে সুযোগ এসে গিয়েছে।'

তাঁর দাবি, 'বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূলকে ছেড়ে বামপন্থীদের দিকে মানুষ ঝুঁকেছে। তার প্রমাণ রাজ্যের শাসকদল নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে দলদাস বানিয়েও সিপিএমের অগ্রগতি রুখতে পারেনি। তাই রাজ্যে বামফ্রন্টের ভোট বৃদ্ধি হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির ভোট ২০২১ এর নিরিখে ৩৮ শতাংশ থেকে কমে ২২ শতাংশে হয়েছে। শাসকদল তৃণমূল ভোট লুট, গণনা কেন্দ্রে লুট করেও তাদের ভোট কমেছে। কারণ সাধারণ মানুষ দুই শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ। তাই এই জনসভায় আসা কর্মীদের গ্রামে ফিরে গিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে। এই দুই দল কোনও আন্দোলন করেনি। খ সহ জমির আন্দোলন, মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন, অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এদের কোনও অবদান নেই।'

তিনি বলেন, 'একমাত্র লাল ঝান্ডা ছাড়া অন্য কোনও দলই এই পথে পা বাড়াবে না। তৃণমূল বিজেপি দু'দলই বিভাজনের বাইনারি বজায় রাখতে চায়। তাই ভোট এলেই নাগরিক আইন নিয়ে বিজেপি কথা বলে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কারও ক্ষমতা নেই নাগরিক আইন চালু করার। আমি রক্ত দিয়ে রুখব। তাতেই সংখ্যালঘু ভাইয়েরা মনে করেন মমতাই এদের পরিত্রাতা চলে এসেছেন। কিন্তু এই বাইনারি আর কাজে আসবে না। কারণ সবাই জানেন, ৪০ হাজার ডিলার পরিত্রাতা তৃণমূল হত, তা হলে আসানসোলের ইমাম সাহেবের ছেলের খুনে অভিযুক্ত বাবুল সুপ্রিয় কি করে তৃণমূলে স্থান পান। সংখ্যালঘু ভাই বোনেরাও টের পেয়ে গিয়েছেন। তাই হিন্দু মুসলমানের বাইনারি এবার কোনও কাজে আসবে না।'

তাঁর দাবি, 'এ রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরএসএসের হয়ে কাজ করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আরএসএসের দুর্গা, সে কথা সংঘের সভাতে উনি যাওয়ার পর আরএসএস নেতারাই বলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় আরএসএসকে দেশপ্রেমিক বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। অথচ এই আরএসএস ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে কখনও সামিল হয়নি। তাই তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আমাদের মানুষের সামনে বলতে হবে।'

বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী শর্মিলা সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার তৃণমূলের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা হয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন শর্মিলা সরকার। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে

কর্মরত রয়েছেন শর্মিলা সরকার। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের বাসিন্দা তিনি। এর আগে এই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন সুনীল মণ্ডল। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর সভায় বিজেপির ঝান্ডা ধরে বিজেপিতে যোগ দিতে। ভোট পার হতেই সুনীল মণ্ডলকে সুর বদলাতে দেখা যায়। তাই সুনীল মণ্ডলের ওপরের আর ভরসা করতে পারছে না দল। সেই কারণেই হয়তো সুনীল মণ্ডলকে বদল করা হয়েছে। তাই এবার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে নতুন প্রার্থী ঘোষণা করে কার্যত চমক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে রাজ্যের ৪২টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থী ঘোষণার পরই জুনের নামে প্রচার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণা হয়নি। তার আগেই বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। রবিবার ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পরপর রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম উল্লেখ করেন। প্রার্থী তালিকায় ৩৪ নং মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য জুন মালিয়ার নাম ঘোষণা করেন। প্রার্থী হওয়ার পর পরই খড়গপুর শহরের ৩৩ এবং ৩৫ নং ওয়ার্ডের তালবাগিচা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সহ-সভাপতি নেতা জহরলাল পালের নেতৃত্বে নারকেল

ফাটিয়ে জুন মালিয়ার সমর্থনে দেওয়াল লিখন এবং প্রচার মিছিল শুরু করেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন ঘাটাল কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ফের অভিনেতা দীপক অধিকারী বা দেবের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম লোকসভার জন্য তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে কালীপদ সরেনের ওপরে ভরসা রেখেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার এই তিনটি লোকসভা আসনেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

দোল উপলক্ষে মায়াপুরে আসা বিদেশি ভক্তরা মেতেছে কীর্তনে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-৯৮৩১৯১৯৭৯১

সংশোধনী

জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালন ব্যবস্থা পরিবর্তনের তারিখ পড়তে হবে ১১.০৩.২০২৪, ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে ০৯.০৩.২০২৪। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন পুনরায় এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

বন্যা অতীত, ত্রিপলের ঘরে বাস গোঘাটের অসহায় পরিবারের

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

২০২১ সালের বন্যায় প্রায় গোটা গ্রাম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখনও সেই ধ্বংসের চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনও ক্ষতিপূরণ না পেয়ে কেউ ত্রিপলের ঘরে, আবার কেউ গোয়াল ঘরে, আবার কেউ বাঁশের চালা করে টিনের ঘরে বসবাস করছেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে গোঘাটের দিঘড়া গ্রামে। এই দিঘড়া গ্রামেই ২০২১ সালের বন্যায় প্রায় ৪৫টির মতো মাটির পড়ে যায়। কিন্তু ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েও কেউ তাদের কথা ভাবেনি। বাংলা আবাস যোজনা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতেও এই অসহায় পরিবারগুলির পাকা বাড়ি হয়নি। তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

অসহায় পরিবারগুলির দাবি, শাসকদলের নেতারা বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু কোনও সাহায্য আসেনি। প্রশাসনের তরফ থেকে বাড়ির ফোটো তোলা থেকে শুরু করে ফর্ম ফিলাপের নামে সাড়ে ৩০০ টাকা করে খরচ হয়েছে তাদের কিন্তু কোনও প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যূনতম সাহায্য আজও পাইনি দিঘড়া গ্রামের মানুষ। সামনে লোকসভা ভোট। আবারও অসহায় গ্রামের মানুষগুলি কাছে রাজনৈতিক দলগুলি গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেবে। ভোট ব্যাংক হিসাবে তাদের ব্যবহার করা হবে। কিন্তু গাছের তলায় বাস করা মানুষ গুলোর জন্য কোনও বাড়ির ব্যবস্থা কি হবে। সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

প্রসঙ্গত, হুগলি জেলার মধ্যে অন্যতম বন্যাপ্রবণ এলাকা হল গোঘাট এক নম্বর ব্লক। এই ব্লকের দিঘড়া বিস্তৃর্ণ এলাকায় ২০২১ সালের ভয়াবহ বন্যার চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। এখনও সেই বিভৎসতার আতঙ্ক ঘিরে রয়েছে তাদের। বাড়ি হেলে গিয়েছে, বাঁশ দিয়ে কোনও রকমে দাঁড় করানো রয়েছে। কোথাও ভাঙা মাটির বাড়ি পড়ে রয়েছে। আতঙ্কে ঘর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। ফাঁকা ভাঙা বাড়িটি বন্যার ভয়াবহতার চিহ্ন বহন করে চলেছে। আবারও কালবৈশাখী ঝড় আসছে। প্রমাদ গুনছে তারা। কি হবে এই বছর।

কিন্তু বন্যার এই সব চিহ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই গ্রামে আসা কোনও আত্মীয়স্বজন। উল্লেখ্য, দ্বারকেশ্বর নদের জল বেড়ে গিয়ে গোঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা হয়। আর এই বন্যার ফলে কয়েক হাজার মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়ে ও কয়েক হাজার কৃষিজমি প্লাবিত হয়। গ্রামের প্রায় সব কয়টি মাটির বাড়ি পড়ে যায়। এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

গোঘাটের দিঘড়া গ্রামের বাসিন্দা সদা নন্দ পাল জানান, বন্যায় ভেঙে পড়া এই সব মাটির বাড়ি দেখলে বুক কেঁপে ওঠে। দ্বারকেশ্বরের প্রবল জলের স্রোতের কথা মনে পড়লে আতঙ্কে ঘুম ধরে না। ভয় ও আতঙ্ক নিয়েই দিন কাটে। ত্রিপলের ঘরে ২০২১ সাল থেকে বসবাস করছি। কোনও সাহায্য পাইনি। একটা ত্রিপল আর কিছু চাল দেওয়া হয়। অপরদিকে ওই এলাকার এক গৃহবধূ মাধবি রায় দাবি করেন, 'বহু মাটির বাড়ি বন্যার জন্য ভেঙে গিয়েছিল। এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। ছেঁড়া ত্রিপলের ঘরে বসবাস করছি। স্বামীর বয়স হয়েছে। কাজ করতে পারে না। তাই বাড়ি করতে পারিনি। যদি সরকার সাহায্য করে ভালো হয়। বন্যার স্মৃতি চিহ্ন ভয়ঙ্কর।'

প্রফুল্ল রায় বলেন, 'বিডিও থেকে শাসকদলের নেতারা এসেছিলেন। কেবল দেখে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কোনও সাহায্য করেনি। বাধ্য হয়ে ত্রিপলের ঘরে অসহায় ভাবে বসবাস করতে হচ্ছে। মাত্র ২০ হাজার টাকা দেওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি।' এই বিষয়ে বালি অঞ্চলের প্রধান রঘুনাথ সাঁতরা বলেন, 'সেই সময়কার প্রধান মাটির বাড়িগুলির ছবি তুলে পাঠানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় টাকা না পেলে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ দিনের কাজের টাকার মতে এইসব বাড়িগুলিও তৈরি করে দেবেন।'

অপরদিকে বিজেপি নেতা রাজু রানা বলেন, 'বন্যার ত্রাণের জন্য যে টাকা এসেছিল সব তৃণমূল নেতার আত্মসাৎ করেছে। তাই গরিব মানুষের বাড়ি হয়নি। আমরা ক্ষমতায় এলে এইসব গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াব।' সবমিলিয়ে প্রায় তিন বছর ধরে একটি গরিব মানুষের কেন বাড়ি হল না তা নিয়ে ওই এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

ACHIEVERS FINANCE
Achiievers Finance India (P) Ltd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D.H Road, Sakherbazar Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: www.achiieversquickgoldloan.com

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 22/03/2024 তারিখে সকাল 11.30টা থেকে জনসাধারণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান - হেড অফিস - দ্বিতীয় তল 32/এ, ডি.এইচ রোড, সখেরবাজার, কোল-08। নিলামে অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং জি.এস.টি সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামে অংশগ্রহণের জন্য 100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের এনইএফটি বা আরটিজিএস এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে।

ঠাকুরপুকুর : 6568, 6578, 6593, 6609, 6612, 6616, 6620, 6621, 6634, 6647, 6651, 6655, 6656, 6663, 6681, 6688. বারুইপুর : 3593, 3594, 3612, 3613, 3893, 3938, 3958, 3972. কাকদ্বীপ : 21565, 21617, 21639, 21689, 21690, 21723, 21754, 21798, 21823, 21848, 21884, 21935, 21955, 22028, 22065, 22069, 22082, 22103, 22150, 22160, 22170, 22178, 22200, 22215, 22235, 22249, 22250, 22266, 22272, 22273. ক্যানিং : 5447, 5457, 5479, 5547, 5843, 5944, 5948, 5979, 6135, 6147, 6153, 6158, 6159, 6161, 6162. ফুলিয়া : 5991, 5992, 6084, 6087, 6104, 6112, 6114, 6123, 6276, 6284, 6291, 6301. ডায়মন্ডহারবার : 4230, 4231, 4232, 4238, 4271, 4311, 4364, 4378, 4433, 4415, 4423, 4454. বাদ্দপুর : 516, 524, 548, 578, 583, 596. বারাসাত : 224, 245, 254, 293, 296, 298, 304. মমমম : 23, 26, 27, 30, 44, 45.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 29/03/2024 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরবারো Company Website (www.achiieversquickgoldloan.com) পরিদর্শন করান। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : 09/03/2024

Achiievers Finance India (P) Ltd
32/A D.H Road, Sakherbazar Kolkata-08

জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড

রেজি.অফিস: দ্য চেম্বারস, সুইট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০১০৭
CIN: 70101WB1981PTC034275, ইমেল : sandeep@skagarwal.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে নোটিফিকেশন নং ডিএনবিআর (পিডি) ০২৯/সিজিএম (সিডিএস)-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬/২০১৩ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর নিকট নথিবদ্ধ উক্ত সার্টিফিকেট নং বি-০৫.০২৬২৩, একটি নন ডিপোজিট গ্রহণকারী নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস : চেম্বার্স, সুইট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০১০৭ এর শেয়ারহোল্ডারগণের অবগত করা হচ্ছে, কোম্পানির পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে আগ্রহী।

যে সকল নতুন ডিরেক্টর নিযুক্ত হবেন তাঁরা হলেন, শ্রীমতী রশ্মি আগরওয়াল এবং শ্রী শরৎ কুমার বেজরা, শেখা ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করবেন। পদত্যাগী ডিরেক্টরগণ হলেন, শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল এবং শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল, ব্যবসায়িক কারণবশ বৃদ্ধি, বহুমুখীকরণ এবং উন্নত করার জন্যই ব্যবস্থাপনার এই পরিবর্তন।

উক্ত নোটিফিকেশন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাস্টার ডিরেকশন- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি- স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশন, ২০২৩,তারিখ ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেগুলেশনের অধীনে জারি করা হয়েছে। কোম্পানি ইতিমধ্যেই ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের আগাম অনুমোদন পেয়েছে আরবিআই,কলকাতা উল্লেখ্য পত্র নং কল.ডিওএস. আরএসবি. নং এস ৩২০০/০৮-০২-৪০০/২০২৩-২০২৪, তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪। কোনও বিশেষজ্ঞ/আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে থাকলে ডিপার্টমেন্ট অব নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন,রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১৫, এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ এর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিজ্ঞপ্তি কোম্পানি এবং উল্লিখিত প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণ কর্তৃক যৌথভাবে ইস্যুকৃত।

বর্তমান ডিরেক্টর
শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল, ডিরেক্টর
শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল, ডিরেক্টর
শ্রী অলোক চৌধুরী, ডিরেক্টর

প্রস্তাবিত ডিরেক্টর
রশ্মি আগরওয়াল, প্রস্তাবিত ডিরেক্টর
শরৎ কুমার বেজরা, প্রস্তাবিত ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.০৩.২০২৪

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজি. অফিস - রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস - শিলিগুড়ি শাখা অফিস, ৪র্থ তল, ভারত ভবন, হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি, পিন - ৭৩৪০০১
যোগাযোগ বিস্তারিত : ৮০১৭৪৫৩১৯২, ইমেল : siliguri@gichfindia.com

প্রতীকী দখল নোটিশ

রেফা. দখল নোটিশ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর উপরুল (১) অধীনে

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট আপনাদের/ঋণগ্রহীতাগণকে এই নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে জিআইসিএইচএফএল ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	শ্রী তন্ময় মৌলিক এবং শ্রীমতি পাপিয়া কুন্ডু ডিজিএ৪৬০০০০০৪১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ 'বাস্তু' জমি পরিমাণ ১০৮০ বর্গফুট তৎসহ একতলা ভবন নির্মাণের বাংলো, ইউনিট নং এসই-৭৮, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৩, তৌজি নং ৯১, খতিয়ান নং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৬, প্লট নং ৩০৪(পুরাতন) এবং ১৩৬৩ (নতুন), মৌজা : পাঁচকুলগুড়ি, জেএল নং ৫৯, বান্ধ বিহার, মিরিক রোড, খাপরাইল, থানা : মাটিগাড়া, পিন কোড : ৭৩৪০১০। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ভেতরের জমি (কমপ্লেক্স প্লট নং এসই-৭৯), পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ভেতরের জমি (কমপ্লেক্স প্লট নং এসই-৭৭), দক্ষিণে : ভেতরের জমি (কমপ্লেক্স প্লট নং এসই-৬৩)।	২৪,৫৯,৬৮৫/-	১২.০৯.২০২৩	০৮.০৩.২০২৪

এই নোটিশের অতিরিক্তে ঋণগ্রহীতাগণকে অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সম্পূর্ণ দখলমুক্ত অবস্থায় শান্তিপূর্ণভাবে জিআইসিএইচএফএল এর নিকট ৭ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অন্যথায় নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী দখলের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বলপূর্বক এবং/বা উক্ত সম্পত্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য ২০০২ সালের সারফেসি আইন এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে বিক্রয় করতে বাধ্য হবেন।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সতর্কতা করা হচ্ছে কোনওভাবেই উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহ/জমিদারের সম্পদের কোনো অংশ লেনদেন না করতে উক্ত সম্পত্তিসমূহ/জমিদারের সম্পদ কোনোরকম লেনদেন জিআইসিএইচএফএল -এর উল্লিখিত সমুদয় বকেয়া পরবর্তী সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধ-সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১১.০৩.২০২৪
স্থান : শিলিগুড়ি

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক

প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ পরিবার থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গোঘাটের মেয়ে মিতালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ পরিবার থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের মেয়ে মিতালি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রিগেড মঞ্চে প্রার্থী ঘোষণার পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী নিয়ে র‍্যাম্প শো-এ স্থান পেলেন গোঘাটের হাজিপুর এলাকার একেবারেই গরিব পরিবারের সাধারণ মহিলা মিতালি বাগ। মিতালি এবার তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ লোকসভার তুরুপের তাস। ১৯৭৬ সালে মিতালি হাজিপুরে অত্যন্ত গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে এমএ, বিএড মিতালির রাজনৈতিক লড়াই করতে গিয়ে সংসার করা হয়ে ওঠেনি। প্রার্থী ঘোষণার পর

আবেগে ভাসছে মিতালির পরিবার। মিতালির বৃদ্ধা মা সন্ধ্যা বাগ বলছেন, মেয়ে দিনরাত রাজনীতি নিয়েই থাকে। মানুষের জন্য কাজ করে। মিতালির বউদি কাকলি বাগ বলছেন, তার ননদ কোনও রং দেখে না। শত্রু মিত্র সকলের জন্য দিনরাত এক করে দেন। এই বিষয়ে আরামবাগ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ বলেন, আমি গরিব বাড়ির মেয়ে। লড়াই কিভাবে করতে হয় জানি। বিপক্ষে যে দাঁড়াবে তাকে লক্ষাধিক ভোটে হারাব। জয়ের জন্যই লড়াই হবে। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, একেবারে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ। তাই কয়েক লক্ষ ভোটে তৃণমূল আরামবাগ লোকসভায় জিতবে। আরামবাগের ঘরের মেয়েকে আরামবাগবাসী আশীর্বাদ করে জয়যুক্ত করবে। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূলের সবাই চোর। তাই চোরেদের আর কেউ ভোট দেবে না। দুর্নীতি মুক্ত বাংলা গড়তে আরামবাগ লোকসভাতেও বিজেপি জিতবে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করতে আরামবাগবাসী এই লোকসভায় বিজেপি প্রার্থীকে জিতিয়ে দিল্লির পার্লামেন্টে পাঠাবে। সব মিলিয়ে আরামবাগ লোকসভায় এবার জেলা পরিষদের সদস্য ও গোঘাট ২ ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিকে প্রার্থী করে প্রার্থী তালিকায় বড়সড় চমক দিল। এখন দেখার বিজেপি বা বামেরা এখানে কাকে প্রার্থী করে।

মালদার প্রার্থী তালিকায় চমক তৃণমূলের

একদিকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অন্যদিকে প্রাক্তন আইপিএস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারের লোকসভা নির্বাচনে মালদায় দুই কেন্দ্রে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার এবং লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকে প্রার্থী করে চমক দিল তৃণমূল। রবিবার কলকাতায় ব্রিগেডে তৃণমূলের জনগর্জন সভা থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি লোকসভা আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। আর সেখানেই দক্ষিণ মালদার তৃণমূল দলের প্রার্থী করা হয়েছে শাহনওয়াজ আলি রায়হানকে। পাশাপাশি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন ব্যানার্জি। এদিন প্রার্থী ঘোষণা হতেই মালদায় শুরু হয়ে গিয়েছে দেওয়াল লিখন এবং নির্বাচনী প্রচারের তৎপরতা।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের যে দু'জনকে প্রার্থী করেছেন তাঁদের জন্য এখন থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দেওয়া হবে। তবে দুই প্রার্থীকে নিয়েই খুব শীঘ্রই দলীয় তরফ থেকে একটি আলোচনা সভাও করা হবে। প্রার্থী যেই হোক না কেন লক্ষ্য আমাদের দুটি লোকসভা কেন্দ্র দখল করা।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচক ২ ব্লকের অন্তর্গত মোথাবাড়ি থানার হামিদপুর পশ্চিম তৌফি এলাকার বাসিন্দা শাহনওয়াজ আলি রায়হান (৪২)। বর্তমানে তিনি লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রার্থী রায়হানের স্ত্রী ডক্টর মাসুফ রায়হান ইংল্যান্ডের শেপিল শহরে চিকিৎসক। সেখানেই নাবালিকা কন্যা সন্তানকে নিয়ে থাকেন তাঁরা। একসময় লন্ডনের রাস্তায় কেন্দ্রের

মোদি সরকারের এনআরসি এবং সিএএ প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন করেছিলেন শাহনওয়াজ। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই থেকেই মালদার কালিয়াচকের ইতিহাসের ওই গবেষককেই পছন্দের তালিকায় রাখতে শুরু করেন রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হান জানিয়েছেন, তিনি ২০১২ সালে একটি দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। এরপর মরক্কোর শহরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে কাজ যোগ দেন। পরবর্তীতে লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি। মালদায় থাকাকালীন মরক্কোর এনটিপিসি স্কুল থেকে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনা করেছেন। পরিবারে বাবা মহম্মদ সেকেন্দার আলি রয়েছেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী এবং মা ফিরোজা বেগম তিনি গৃহবধূ। দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হান আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত ভোটার রয়েছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করতেই এবারে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। এদিন প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর চলতি সপ্তাহে তিনি মালদায় আসছেন। তারপর থেকে শুরু হবে নির্বাচনী প্রচার। আর তার মধ্যেই দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গেই এক প্রস্তর আলোচনায় বসবেন তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হান।

অন্যদিকে একসময় মালদার পুলিশ সুপার পদে কর্মরত প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন ব্যানার্জি উত্তর মালদা তৃণমূল দলের প্রার্থী হয়েছেন। সম্প্রতি মালদা - বালুরঘাট রেঞ্জের ডিআইজি পদ থেকে অবসর নেন প্রসূনবাবু। তারপরেই তাঁকে উত্তর মালদার প্রার্থী করেছে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। মালদার ইংরেজবাজার শহরের মকদমপুর এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করেন প্রসূনবাবু। একমাত্র ছেলে তিনিও বর্তমানে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। তার পরিবারে স্ত্রী ও অভিভাবক সকলেই রয়েছেন।

উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি জানিয়েছেন, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে আদর্শ করেই মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছি। এরপরই তৃণমূল সুপ্রিম মমতা ব্যানার্জি আমাকে উত্তর মালদার প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করব। পাশাপাশি দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই নির্বাচনী লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করা হবে।

মুকুটমণি চার লক্ষ ভোটে জেতার দাবি বাবা ভূপাল অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য মুকুটমণি লোকসভা নির্বাচনে চার লক্ষের অধিক ভোটে জয়ী হবেন, ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে নদিয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্তি হিসেবে মুকুটমণি অধিকারীর নাম ঘোষণা হওয়ার পর একথাই জানালেন চিকিৎসক মুকুটমণি অধিকারীর বাবা ভূপাল অধিকারী।

রানাঘাট দক্ষিণের বিজেপি মনোনীত বিধায়ক চিকিৎসক মুকুটমণি অধিকারী সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সংসদ জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূলের টিকিটের লড়াই করবেন মুকুটমণি। রবিবার কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের জনগর্জন সভা মঞ্চ থেকে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করে তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রার্থী হিসেবে ছেলের নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী শিবির বিজেপির প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে একথাই জানালেন মুকুটমণি অধিকারীর বাবা ভূপাল অধিকারী।

তিনি দাবি করেন, 'এবারেও লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপিতে প্রার্থী হিসেবে মুকুটমণির নাম এক নম্বরে ছিল। কিন্তু বিজেপির কিছু কুচক্রী মানুষ সেই সম্ভাবনাকে বানচাল করে দিয়েছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে ছিলাম, কিন্তু বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রথম নির্বাচনে বিজেপিরই অভ্যন্তরে কিছু কুচক্রী সুবিধাবাদী মানুষ এনওসিডিতে বাধা দেয়। ফলে শেষ মুহূর্তে প্রার্থী ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও সে নির্বাচনে যোগ দিতে পারেনি।'

এছাড়াও গত বিধানসভা নির্বাচনে একটি পিছিয়ে পড়া সিট থেকে বিজেপি মুকুটমণির নাম ঘোষণা করে। তথাপি বিজেপির কোনও সহযোগিতা ছাড়াই সেখানে লড়াই করে বিজয়ী হয় সে। এরপর বিগত পাঁচ বছর ধরে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনদের স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যান মুকুটমণি অধিকারী। মুকুটমণি প্রার্থী হওয়ায় রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে দলমত নির্বিশেষে বিজেপি তৃণমূল শিবিরের সকলেই তাঁকে সমর্থন করবে বলে দাবি করেন ভূপালবাবু।

এছাড়াও মুকুটমণি অধিকারীকে প্রার্থী করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানান তিনি। মুকুটমণি অধিকারীকে যখন বিজেপি দল থেকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করা হচ্ছিল সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছে বলে বিশেষ ভাবে এই দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ বলেও জানান রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী চিকিৎসক মুকুটমণি অধিকারীর বাবা ভূপাল অধিকারী।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে বর্ধমান রাজ কলেজের এনএস বিভাগের সহযোগিতায় রবিবার রাজ কলেজের অডিটোরিয়ামে নারী দিবসকে সামনে রেখে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও ৬ জন মহিলা যাঁরা সমাজে বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল নিরঞ্জন মণ্ডল, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইউআইটি কলেজের প্রিন্সিপাল অভিজিৎ মিত্র, বর্ধমান মহিলা থানার আইসি কবিতা দাস সহ বর্ধমান সহযোদ্ধার সেক্রেটারি প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায় এবং চেয়ারম্যান সোমনাথ ভট্টাচার্য, সভাপতি ঋষি গোপাল মণ্ডল, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহযোদ্ধার সকল সদস্য। বর্ধমান সহযোদ্ধার সেক্রেটারি প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সমাজে নারীরা পুরুষদের থেকে যেরকম কম নয়, প্রতে ্যকটা পদক্ষেপে তাঁরা সমান ভাবে এগিয়ে চলেছে, তাই এটাই বার্তা তারা সমাজে ছেলে মেয়ে বিভেদ না করে এগিয়ে যাবে এবং তাঁরা নিজেদেরকে স্বমহিমায় স্বসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ইউসুফ পাঠানকে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারতেন : অধীর চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বহরমপুর লোকসভার পাঁচ বারের সামগসদ অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে এবার লড়ছেন ক্রিকেট তড়কা। তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হতেই কার্যত ঢোক গিললেন অধীর চৌধুরী। চাপের মুখেই ইউসুফের হয়ে ব্যাট ধরে মমতার সমালোচনা করলেন। বললেন, ইউসুফ পাঠানকে নর্দমায় নামাতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে যোগ্য সম্মান দিতে হলে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারতেন। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে সম্মান জানাতে হলে তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো উচিত ছিল। তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পর এদিন বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখে মুখি বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি অধীর চৌধুরী বলেন, বহরমপুরে মুসলিম প্রার্থী দিয়ে তৃণমূল ভোট বিভাজনের খেলা খেলছে।

বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রার্থী ভারতীয় জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। এ বিষয়ে রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'একজন ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলোয়াড়কে মমতা বন্দোপাধ্যায় সম্মান জানাতে জানেন না। যদি সত্যিই তাঁকে সম্মান জানাতেন, তা হলে যেখানে উনি চিটফান্ডের লোককে রাজ্যসভায় নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে ইউসুফ পাঠানের মতো ভারতীয় ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড়কে রাজ্যসভার সদস্য করে তিনি সম্মান জানাতে পারতেন। আমি আমাদের দলীয় মিটিংয়ে অনেক বার বলেছি যে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল পার্টি কোনও না কোনও মুসলিম প্রার্থী দেবে। এ বিষয়ে তাদের রাজনৈতিক একটি ব্যাখ্যা আছে। বহরমপুর লোকসভা ভোটে সংখ্যালঘু ভোটকে বিভাজন করাই উদ্দেশ্য।'

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে সব থেকে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন অধীর চৌধুরী। ২০১৯ সালে তাঁরই হাতে গড়া শিষ্য তৃণমূলের প্রার্থী অপূর্ণ সরকারের কাছে কার্যত তীরে এসে তরি ডোবার মতো পরিস্থিতি হয়েছিল। ভোটের ব্যবধান এক ধাক্কায় বিশাল কমায় এবার জয় নিয়ে কার্যত কংগ্রেস শিবির কিছুটা হলেও চিন্তিত। গতবার বিজেপি প্রার্থী কার্যত অধীর চৌধুরীকে ওয়াকওভার দিয়েছিল। এবার বিজেপি প্রার্থী জেলার জনপ্রিয় চিকিৎসক নির্মল সাহা। তৃণমূলও গুজরাট থেকে তারকা প্রার্থীকে বহরমপুর লোকসভায় দাঁড় করিয়েছে। ফলে এবার বহরমপুরে ত্রিমুখী লড়াই হবে। তবে দুঁদে রাজনৈতিক অধীর চৌধুরী কি তাস খেলবেন সেদিকেই তাকিয়ে থাকবে অনেকে।

রবিবার থেকে শুরু হল তিনদিনের বীরভূম জেলা হস্তশিল্প তাঁত বস্ত্র ও স্বরোজগার মেলা। সিউড়ি বেণীমাধব হাই স্কুল মাঠে এই মেলার উদ্বোধন করলেন বীরভূম জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সৌমেন দত্ত। উপস্থিত ছিলেন, বীরভূম জেলার খাদি ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জেলা আধিকারিক গোপালকৃষ্ণ বোস, জেলা শিল্প কেন্দ্রের আধিকারিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউকো ব্যাংকের এলডিএম পৃথ্বীশ দাস সহ জেলা আধিকারিকেরা।

সৌমিত্র খাঁ ও সুজাতা মণ্ডল প্রতিদ্বন্দ্বী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক আর নেই। ঘুচে গিয়েছে অনেকদিন। এখন আদালতের পর রাজনীতির ময়দানে মুখোমুখি সৌমিত্র খাঁ ও সুজাতা মণ্ডল। বিষ্ণুপুরের বিদায়ী সাংসদকে ফের একবার প্রার্থী করেছে বিজেপি। আর সৌমিত্রর উলটোদিকে এবার তৃণমূল প্রার্থী করেছে সুজাতা মণ্ডলকে। তিনিই এবার বিষ্ণুপুরে সৌমিত্রর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

উল্লেখ্য, উনিশের লোকসভা ভোটের আগে এই সুজাতাই তাঁর স্বামীর হয়ে প্রচার করেছিলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চেয়েছিলেন। এবারও চাইবেন। তবে এবার আর সৌমিত্রর জন্য নয়, নিজের জন্য। বিষ্ণুপুরের মহারণে সাংসদ সৌমিত্রকে পরাস্ত করতে এবার প্রচার ময়দানে নামবেন তিনি।

একুশের বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপি ছেড়ে, সৌমিত্রর সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন সুজাতা। ঘাসফুল শিবির থেকে তাঁকে প্রার্থীও করা হয়েছিল। আরামবাগ থেকে। তবে সেবার জয়ী হতে পারেননি সুজাতা। তারপর পঞ্চায়েত ভোটে আবার তৃণমূল ভরসা রাখে সুজাতার ওপর। এবার দলের ভরসার মান রাখেন সুজাতাও। এবারেও তার ওপরই ভরসা রাখছে তৃণমূল। তবে রাজনীতির ময়দানে সৌমিত্রকে কতটা টক্কর দেবেন সুজাতা। তা সময় বলে দেবে।

বাংলাদেশের ম্যাজিক মশারি হইচই ফেলল মালদার মৈত্রী মেলায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মশার কামড় থেকে রেহাই পাওয়ার চিন্তা করছেন, এবার ভাবনা শেষ! বাংলাদেশের ম্যাজিক মশারি মালদায় মৈত্রী মেলায় রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে। এই ম্যাজিক মশারি টাঙালে একবারের জন্য মনে হবে না যে কোনও আস্তরণের ভেতরে রয়েছেন আপনি। যেমন পাখার বাতাস হু হু করে ঢুকবে, ঠিক তেমনি রেহাই মিলবে মশাবাহিত রোগ থেকে। ইংরেজবাজার শহরের ইন্দো- বাংলা মৈত্রী মেলায় মিলছে এই ম্যাজিক মশারি। মাত্র সাড়ে ৩৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে অদ্ভুত ধরনের এই ম্যাজিক মশারি। বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে আসা তসলিমা খাতুন নিয়ে এসেছেন এই ম্যাজিক মশারি।

উল্লেখ্য, শনিবার থেকে মালদা কলেজ মাঠে শুরু হয়েছে, ভারত - বাংলাদেশের যৌথভাবে সম্মিলিত ইন্দো - বাংলা মৈত্রী মেলা। মূলত মহিলাদের নিয়েই এই মেলা চলছে। বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের সম্ভার এই মেলায় ভারত এবং বাংলাদেশের মহিলারা নিয়ে হাজির হয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক খাবারও মিলছে এই মেলায়। প্যাকেটজাত খাবারের মধ্যে রয়েছে পাঁপড়, বড়ি, শুকনো মিষ্টি প্রভৃতি।

বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার মহিলা হস্তশিল্পী তাসলিমা খাতুন বলেন, দুই দশক ধরে আমি এই হস্তশিল্প কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। আমার সংস্থার পক্ষ থেকেই মহিলারা এই ম্যাজিক মশারি তৈরি করেছেন। অত্যন্ত পাতলা এবং সূক্ষ্ম ছিদ্রজনিত এই ম্যাজিক মশারি টাঙালে গরম লাগার কোনও সম্ভাবনা নেই। বরঞ্চ পাখার বাতাস হু হু করে ঢুকবে। মশার কামড় থেকেও রেহাই মিলবে। মাত্র ৩৫০ টাকায় এই ম্যাজিক মশারি বিক্রি হচ্ছে। বহু মানুষ এই মশারি কিনতে ভিড় করছেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে এমন মেলায় সামিল হতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে। এই প্রথম ভারতে এসেছি। আগামী দিনেও এই ধরনের মেলায় বাংলাদেশের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হস্তশিল্পের সঙ্গে জড়িত মহিলারা যাতে আসতে পারেন। সেই আশাই করছি।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, সংশ্লিষ্ট সংগঠনের উদ্যোগেই ইন্দো- বাংলা মৈত্রী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাণিজ্যিক বিষয়ে বাংলাদেশে গিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পের সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। তারপরেই এই মেলার আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১২ মার্চ পর্যন্ত এই মেলা চলবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের ঘরোয়া সামগ্রী রয়েছে মোট ৫৮টি স্টলে। এই মেলার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলেই আশা করছি।

চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভাতারের বিজিপুর গ্রামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হয়ে যায় চার ভরি সোনা ও ৬০ হাজার টাকা, ভাতার থানার পুলিশের তৎপরতায় ৬ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিস উদ্ধার সহ চারজন গ্রেপ্তার।

গুসকরা বিট হাউস থানার এএসআই পদে নিযুক্ত বর্ধমানের ভাতারের বিজিপুর গ্রামের বাসিন্দা নিতাই দাস, ওনার স্ত্রী একজন স্বাস্থ্যকর্মী, শনিবার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চুরি হয়। সন্ধ্যা পাঁচটার পর যখন নিতাই দাসের স্ত্রী পার্বতী দাস বাড়ি ফিরে দেখতে পান যে পিছনের দিকের দরজার তালা ভাঙা ও ঘরের ভিতর থাকা আলমারি লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে কে বা কারা। উনি তড়িঘড়ি স্বামী নিতাই দাসকে বিষয়টি বলেন। নিতাই দাস ভাতার থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক প্রসেনজিৎ দত্তকে বিষয়টি জানান। পুলিশ তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করে।

বিভিন্ন সিসিটিভি পরীক্ষা করে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদিয়ার কালিয়াগঞ্জ এলাকা থেকে চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিস সহ চারজন গ্রেপ্তার। চুরি যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত জিনিসপত্র ও টাকা উদ্ধার হওয়ায় খুশি নিতাই দাস ও পার্বতী দাস। এলাকার মানুষ সকলেই প্রশংসা করেছেন ভাতার থানার পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চুরির ঘটনা তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি জানিয়ে ছিলেন, তাই এত বড় সাফল্য পাওয়া গেল।

উল্লেখ্য, যে কয়েক মাস আগে ভাতারের ওরগ্রামে পরপর তিনটি কালী মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করেছিল ভাতার থানার পুলিশ। পাশাপাশি ভাতারের বেলেন্ডা গ্রামে চুরি হয়েছিল একটি মন্দির থেকে রুপোর সিংহাসন, সেটাও পুলিশ উদ্ধার করে এবং এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে হলুদ পলাশ দেখার ভিড় বাড়ছে

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

'পিন্দারে পলাশের বন পালাব পালাব মন...'

পুরুলিয়ার পলাশের অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে সুনীল মাহাতর বিখ্যাত সেই গান আজ বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। বসন্ত আসতেই পলাশের সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে এ রাজ্যের দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা ছুটে আসেন পুরুলিয়াতে। এ রাজ্য ছাড়াও ভিন রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ একাধিক রাজ্য থেকেও পর্যটকরা আসেন রুখাশুখা পুরুলিয়াতে। বসন্তে পুরুলিয়ার লাল পলাশ যেন পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়।

আজ রবিবার ১০ মার্চ পুরুলিয়ার রেলশহর আদ্রার 'দ্য ফ্রিথিং কিং হিউম্যানিস্টস' এর পরিচালনায় আদ্রা হাতি পার্কে আমরা মেঘমল্লার পলাশ উৎসব পালিত হবে। আয়োরে বসন্ত নবল রং লায়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মৌমিতা মণ্ডল, সোমা বিশ্বাস, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয় দাস, শান্তনু আচার্য, ঋত্বিক রায় সহ বহু গুনীজন ও শিল্পীরা।

তবে পুরুলিয়ার লাল পলাশ এতদিন পর্যটকদের আকর্ষণ করে এসেছে। এবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার একাধিক জায়গায় হলুদ পলাশ পর্যটকদের আলাদা

উৎসাহ হয়ে উঠতে চলেছে তা বলার অবকাশ থাকে না। তবে পলাশের কুড়ি এখনও বেশিরভাগ গাছে পুরোপুরি না ফুটলেও বেশ কিছু গাছে উঁকি মারতে শুরু করেছে কুড়ির মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকা পলাশ ফুল। রঘুনাথপুর থানার বেড়ো পাহাড়ের কয়েকটি গাছে ফুটেছে হলুদ পলাশ। চেলিয়ামার বাঁন্দা দেউলের অদূরে অবস্থিত পলাশ জঙ্গলে বেশ কিছু গাছেও ফুটেছে হলুদ ও সাদা পলাশ। লাল পলাশ দেখে অভ্যস্ত পর্যটকদের কাছে হলুদ পলাশ যেন এবার এক অন্য মাত্রা যোগ করছে।

চেলিয়ামার বাঁন্দা গ্রামের অদূরে অবস্থিত বাঁন্দা দেউলটি অবস্থিত। সেই দেউলের অদূরে পলাশ জঙ্গলে কয়েকটি গাছে সুন্দর ভাবে ফুটতে শুরু করেছে হলুদ ও সাদা পলাশ। আর সেই পলাশ দেখতে কলকাতা, হুগলি সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা ছুটে আসছেন। পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও পর্যটকরা ছুটে আসছেন। হলুদ ও সাদা পলাশের গাছ পর্যটকদের কাছে এখন হয়ে উঠেছে অন্যতম সেলফি পয়েন্ট। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার পর্যটকরা জায়গাটি সম্পর্কে জানতে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

পুরুলিয়ার লোক গবেষক তথা চেলিয়ামার বাসিন্দা সুভাষ রায় জানান, পুরুলিয়ার পলাশের শোভা দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পাশের ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও প্রচুর পর্যটকরা আসেন। চেলিয়ামার সগড়কাতে অবস্থিত ছৌ ঝুমুর রিসার্চ সেন্টারে অন্যান্য বছরের মতো এবারও চলতি মার্চ মাসের ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখ তিন দিন ধরে পলাশ উৎসব পালিত হবে। তবে এবার চেলিয়ামার বিভিন্ন এলাকায় সাদা ও হলুদ পলাশ পর্যটকদের আলাদা আকর্ষণ হয়ে উঠবে তা বলা যেতে পারে।

ইউরোপের চার দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য নীতি স্বাক্ষর ভারতের

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: ইউরোপের পাঁচ দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য নীতি স্বাক্ষর করল ভারত। এর ফলে দেশে বড় ধরনের বিনিয়োগ আসবে বলে দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গয়াল জানান, ওই চুক্তি নিয়ে প্রায় ১৫ বছর ধরে আলোচনা হয়েছে। পাঁচ দেশের মধ্যে ওই চুক্তির ফলে ভারতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে পারে। বেশ কয়েকটি শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যাবে।

রবিবার ইউরোপের সুইৎজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও লিচেনস্টাইনের সঙ্গে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তির লক্ষ্য ভারত-সহ ওই চার দেশের মধ্যে ব্যবসা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। পীযূষের কথায়, 'ভারতের গণতন্ত্র, দাবি ও বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে এই চুক্তি করা হয়েছে। এটি কার্যকর করে আগামী ১৫ বছরে ১০ লাখ মানুষের চাকরি হবে।' তিনি জানান, আগামিদিনে তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে অনেক উন্নতি হবে।

ব্যবসায়িক মহল মনে করছে, ওই চুক্তির ফলে প্রচুর বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। মুক্ত বাণিজ্য নীতিতে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে অনেকটাই এগিয়ে ছিল ভারত। এ দেশ থেকে সুইৎজারল্যান্ডের রপ্তানি দ্রব্যের ৯৮ শতাংশ জিনিসের শুল্ক নেওয়া হয় না। এই চার দেশের মধ্যে সুইৎজারল্যান্ডের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ভারত।

নির্বাচনী বন্ডের তথ্যপ্রকাশ

আজ এসবিআই-এর আর্জি শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: নির্বাচনী বন্ডের তথ্যপ্রকাশ নিয়ে সোমবার দু'টি আর্জি শুনবে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। বন্ড সংক্রান্ত তথ্যপ্রকাশের জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়ে শীর্ষ আদালতে আর্জি জানিয়েছিল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)। সোমবার এসবিআই-এর সেই আর্জি শুনবে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ। তা ছাড়াও এসবিআই-এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়ে আরও একটি আর্জি জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টের কাছে। সেটিও সোমবার শুনবে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি ছাড়াও সাংবিধানিক বেঞ্চে রয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দু'টি আর্জিই শুনবে শীর্ষ আদালত।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থাকে 'অসাংবিধানিক' এবং 'ক্ষতিকারক' বলে আখ্যা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত এসবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল, অবিলম্বে যেন ওই বন্ড দেওয়া বন্ধ করে তারা। এর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দেয়, ২০১৯-এর ১২ এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য ৬ মার্চের মধ্যে আদালতের কাছে তুলে দেবে এসবিআই।

প্রতিশ্রুতি পূরণের 'মোদি গ্যারান্টি' দিয়ে বিরোধীদের তোপ প্রধানমন্ত্রীর

লখনউ, ১০ মার্চ: ভোটের আগে মানুষকে ভুল বোঝাতে অন্য সরকারগুলো প্রচুর প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মোদি অন্য মাটি দিয়ে তৈরি। লোকসভার আগে উত্তরপ্রদেশে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে এসে বিশাল অঙ্কের প্রকল্প ঘোষণা ও উদ্বোধন করেছিলেন মোদি। রবিবারও উত্তরপ্রদেশের আজমগড়েও বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করেন। তার পরেই বিরোধীদের তোপ দেগে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ভোটের কথা ভেবে নয়, দেশের উন্নতির জন্যই এই প্রকল্পগুলোর ঘোষণা হচ্ছে। কারণ, ২০৪৭এর মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সেই সঙ্গে মোদি গ্যারান্টি দিয়ে তাঁর দাবি, অন্য দলগুলোর মতো স্রেফ প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যাবেন না তিনি।

আজমগড়ে দাঁড়িয়ে মোদির বক্তব্য, 'আগের সরকারগুলো ভোটের আগে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিত। আমি দেখেছি ৩০-৩৫ বছরের পুরনো ঘোষণাগুলো এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেতারা ভ্যানিশ হয়ে যেতেন। কিন্তু মোদি অন্য মাটি দিয়ে তৈরি। ২০১৯ সালে আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেগুলোও উদ্বোধন হয়েছে। শুধু ভোটের কথা মাথায় রেখে আমরা কোনও ঘোষণা করিনি। ২০২৪য়েও এই ঘোষণাগুলোকে ভোটের নিরিখে দেখবেন না। এটা আমার উন্নয়নের যাত্রা। কারণ ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে আমাদের বড় লাফ দিতে হবে।'

সেই সঙ্গে মোদির দাবি, উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নের জোয়ারের সামনে ফিকে হয়ে আসছে তোষণের বিষাক্ত রাজনীতি। সেই জন্যই ক্ষেপে উঠেছে পরিবারবাদী দলগুলো, প্রতিদিন তোপ দাগছে প্রধানমন্ত্রীকে। মোদির কথায়, 'ওরা বলে মোদির তো কোনও পরিবার নেই। কিন্তু ভুলে যায়, গোটা দেশের ১৪০ কোটি মানুষই মোদির পরিবার।' নির্বাচনের আগে মোদির নেতৃত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা চলছে বলেও তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী।

বিহারে লালু ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে উদ্ধার নগদ ২ কোটি

সুভাষ যাদবকে গ্রেপ্তার করল ইডি

পাটনা, ১০ মার্চ: বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ঘনিষ্ঠ সুভাষ যাদব গ্রেপ্তার। অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন উদ্ধার নগদ ২ কোটি টাকা ও বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র! রবিবার আর্থিক তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত সুভাষ যাদবের গ্রেপ্তারির কথা জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি সূত্রে। বলার অপেক্ষা রাখে না লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে লালু ঘনিষ্ঠ সুভাষের গ্রেপ্তারি আরজেডির জন্য অস্বস্তির কারণ হতে চলেছে।

আর্থিক তছরুপ মামলার তদন্তে শনিবার সকাল থেকে বালি মাফিয়া সুভাষ যাদবের বাড়ি-সহ ৭ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযোগ, বিহারের একাধিক জায়গায় অবৈধ বালি খাদান চালাতেন অভিযুক্ত সুভাষ যাদব। তাঁর অঙ্গুলিহেলনেই চলত এই অবৈধ বালির কারবার। 'ব্রডসন কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা চালাতো অভিযুক্ত। এই সংস্থার আড়ালেই চলত অবৈধ বালি কারবার। সেই মামলার তদন্তে নেমেই শনিবার শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। সেখানেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমান নগদ টাকা। উদ্ধার হওয়া টাকা গুনতে একাধিক মেশিন নিয়ে আসে ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, ২ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে। এরপর মধ্যরাতে গ্রেপ্তার করা হয় লালু ঘনিষ্ঠ অভিযুক্ত সুভাষ যাদবকে। গ্রেপ্তারির পর অভিযুক্তকে বেউর জেলে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে ইডি।

বিহার রাজনীতিতে লালুপ্রসাদ যাদবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই সুভাষ। ২০১৮ সালে তাঁর বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল আয়কর বিভাগ। এর পর ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে আরজেডির টিকিটে প্রার্থীও হন তিনি। যদিও নির্বাচনী লড়াইয়ে হারের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। ২০২৪-এর আগে এহেন সুভাষের গ্রেপ্তারি নিশ্চিতভাবে আরজেডির জন্য অস্বস্তির কারণ।

উল্লেখ্য, জেডিইউ প্রধান নীতীশের ইন্ডিয়া ত্যাগের পর রাজ্যে বেশ চাপে আরজেডি। রাজ্যে শাসন ক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি বিহারে লাগাতার চলছে এজেন্সির অভিযান। সম্প্রতি চাকরির বিনিময়ে জমি মামলায় লালুপ্রসাদ যাদবকে ১০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। এই মামলায় লালুর দিকে এজেন্সির নজর থাকলেও জামিন পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং দুই কন্যা মিসা ভারতী ও হেমা যাদব। একই সঙ্গে স্থায়ী জামিন পেয়েছেন এই মামলায় আরেক অন্যতম অভিযুক্ত হৃদ্যানন্দ চৌধুরিও। এবার বালি পাচার মামলায় ধীরে ধীরে জাল গোটানো শুরু করল কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি।

ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৬

লখনউ, ১০ মার্চ: ভয়াবহ দুর্ঘটনায় উত্তরপ্রদেশে মৃত্যু হল ৬ জনের। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৩ জন। শনিবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে। সংঘর্ষের তিব্রতা এতটাই ছিল যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, রাত আড়াইটে নাগাদ রাজ্যের জৌনপুরের গৌরবাদশাহপুর এলাকায় প্রসাদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রয়াগরাজের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। সেই সময় উলটো দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা ৬ যাত্রীর। জানা যাচ্ছে, মৃতদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন আরও ৩ যাত্রী। তাঁদের উদ্ধার করে বারাণসী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁদের সকলের অবস্থাই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। মৃত ও আহতরা প্রত্যেকেই বিহারের সীতামারহির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মর্মান্তিক এর দুর্ঘটনার পর গাড়ি ফেলে রেখে পালিয়ে যান ট্রাকের চালক। পুলিশ ট্রাকটি আটক করে পলাতক চালকের খোঁজ শুরু করেছে। পাশাপাশি, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হড়পা বান ও ধসে সুমাত্রায় মৃত অন্তত ১৯, নিখোঁজ অনেকে

জাকার্তা, ১০ মার্চ: প্রবল বন্যা আর ধসে বিপর্যস্ত ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা। বন্যার জেরে ইতিমধ্যেই ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে দ্বীপটিতে। আরও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ। অন্তত ৮০ হাজার মানুষ সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

গত শুক্রবার রাতের দিকে হড়পা বানের কবলে পড়ে পশ্চিম সুমাত্রা। জলের তোড়ে উপড়ে যায় গাছ, সেই সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে আসে বড় পাথর। জলের প্রবল স্রোতের পাশাপাশি ভূমিধস- দুই মিলিয়ে বিপর্যয় নেমে আসে সুমাত্রায়। স্থানীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মতে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোটোর টারুসান এলাকা। সেখান থেকে অন্তত ৭ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আশপাশের গ্রামগুলো থেকেও অন্তত তিনজনের দেহ উদ্ধার করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রবিবার পর্যন্ত মোট ১৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আরও ৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলেই খবর।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্তত ৮০ হাজার মানুষকে সরকারি ত্রাণশিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বন্যার জেরে ধ্বংস হয়েছে বেশ কিছু বাড়ি। অন্তত ২০ হাজার বাড়ি জলের তলায়। সেখানেও কেউ আটকে পড়েছেন কিনা এখনও জানা যায়নি। ফলে বন্যার জেরে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা।

কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। সুমাত্রার স্থানীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর প্রধান ডোনি ইউস্রিজাল জানান, ধস আর হড়পা বানের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক রাস্তা। মাটির স্তূপ টপকে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে উদ্ধারকারীদের পক্ষে। সঙ্গে বিপদ বাড়াচ্ছে ক্রমাগত বিদ্যুৎ বিভ্রাট। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, পাহাড়ে ঘেরা সুমাত্রায় একাধিকবার হড়পা বান আর ধসের ঘটনা ঘটেছে। প্রবল ভূমিকম্পও হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। আরও একবার প্রকৃতির রোষে পড়ল ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপটি।

৪০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: ৪০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। দাবি, চুরি করে পালাতে গিয়েই তিনি ওই গর্তে পড়ে যান। রবিবার ভোরে দিল্লির কেশপুর মান্ডি এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ ও দমকলও। পরে উদ্ধার হয় ওই ব্যক্তির দেহ।

জানা যাচ্ছে, দিল্লি জল বোর্ডের জল শোধনাগারের গর্তে ৩০ বছরের ওই যুবক পড়ে যান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। অন্তত পাঁচটি ইঞ্জিন হাজির ছিল ঘটনাস্থলে। ওই গর্তের

সমান্তরালে আরও একটি গর্ত খোঁড়া হয়। তার পর সেই গর্তের মধ্যে ঢুকে দেহটি উদ্ধার করেন উদ্ধারকারীরা। মনে করা হচ্ছে, চুরি করে পালাতে গিয়েই ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দিল্লির জলমন্ত্রী আতিশি জানিয়েছেন, কী করে ওই যুবক পড়ে গেলেন, কেনই বা তিনি বোরওয়েল রুমে গেলেন তা খতিয়ে দেখা হবে। তবেই আসল কারণটি জানা যাবে।

প্রসঙ্গত, গত মাসেই গুজরাতে ঠিক এমনই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ২ বছরের একটি ছেলে জামনগরের এক রাস্তায় খোঁড়া গর্তে পড়ে গিয়েছিল। প্রায় ৯ ঘণ্টার লড়াইয়ের পর তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

বিজেপি ছেড়ে চণ্ডীগড়ের দুই কাউন্সিলরের আপ-এ প্রত্যাবর্তন

চণ্ডীগড়, ১০ মার্চ: এক মাসেই মোহভঙ্গ চণ্ডীগড়ের দুই আপ কাউন্সিলরের। চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে 'ভোট কারচুপি' বিতর্কের মধ্যে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তিন আপ কাউন্সিলর। তাঁদের মধ্যে দুজন শনিবার আপ-এ ফিরলেন। এই ঘটনায় ৩৫ সদস্যের চণ্ডীগড় পুরনিগমের ক্ষমতার অঙ্ক ফের বদলে গেল। খুশির হাওয়া কংগ্রেস-আপ বিরোধী জোটে, অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির।

গত ৩০ জুন চণ্ডীগড়ে মেয়র নির্বাচনে হয়েছিল। আপ-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী কুলদীপ সিং প্রথমে এগিয়ে গিয়েও হেরে যান। প্রিসাইডিং অফিসার অনিল মসিহা তাঁর পক্ষের আট ভোট বাতিল করায় হারতে হয়েছিল তাঁকে। এই ঘটনায় 'ভোট কারচুপি'র অভিযোগ উঠেছিল। বিষয়টি গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট অবধি। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে প্রথমে 'হেরেও' শেষ পর্যন্ত জয়ী হন আপ প্রার্থী কুলদীপ সিং। যদিও তার আগেই পুনম দেবী, নেহা মুসাওয়াত এবং গুরুচরণ কালা নামের তিন কাউন্সিলর গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন।

এর ফলে বিজেপির কাউন্সিলর ১৪ থেকে বেড়ে হয়েছিল ১৭। এর পাশাপাশি পুরনিগমের প্রাক্তন সদস্য হিসেবে ভোটাধিকার ছিল চণ্ডীগড়ের বিজেপি সাংসদ কিরণ খেরেরও। সব মিলিয়ে বিজেপির পক্ষে ছিল ১৯টি ভোট। যা পুরনিগমের দখলের জন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে, কমে আপ কাউন্সিলর সংখ্যা হয় ১০, কংগ্রেসের ৭। যদিও মাস খানেকের মধ্যে বিজেপি ছেড়ে পুনম দেবী ও নেহা মুসাওয়াত আপে ফেরায় সেই অঙ্ক শনিবার পালটে গেল। বিরোধী জোটও পৌঁছে গেল জাদুসংখ্যা ১৯-এ। সব মিলিয়ে পুরনিগম কাদের দখলে থাকবে তা নিয়ে সঙ্কট তৈরি হল।

বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন হিসারের সাংসদ

চণ্ডীগড়, ১০ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যে রাজ্যে শুরু হয়েছে বিজেপির দলভাঙানোর রাজনীতি। ঠিক তখনই উলটো ছবি দেখা গেল বিজেপি শাসিত হরিয়ানায়। রবিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের হাত ধরে বার কংগ্রেসে যোগ দিলেন হরিয়ানার হিসারের বিজেপি সাংসদ ব্রিজেন্দ্র সিং। প্রাক্তন আইএস ব্রিজেন্দ্রর কংগ্রেসে যোগ হরিয়ানার রাজনীতিতে বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংঘাতের জেরেই দলত্যাগের সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন হিসারের সাংসদ।

রবিবার সকালে নিজের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা জানান হিসারের সাংসদ ব্রিজেন্দ্র সিং। লোকসভার সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দেন তিনি। এরপর বিকেলে নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। কংগ্রেস সূত্রে খবর, লোকসভা নির্বাচনে হিসার কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হতে পারে তাঁকে।

গাজার যুদ্ধ নিয়ে তোপ বাইডেনের

নিউ ইয়র্ক, ১০ মার্চ: বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যকলাপই ইজরায়েলের বিপদ ডেকে আনছে। বন্ধু ইজরায়েলের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁর মতে, ইজরায়েলকে সাহায্য করতে গিয়ে আসলে দেশের ক্ষতি করছেন নেতানিয়াহু।

ইজরায়েলের উপর হামাসের হামলা এবং তার পালটা গাজায় ইজরায়েলি সেনার অভিযান- দুই ক্ষেত্রেই শুরু থেকে নেতানিয়াহুর দেশের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। তবে গত কয়েকদিনে ছবিটা পালটে গিয়েছে। একাধিকবার ইজরায়েল বিরোধী সুর শোনা গিয়েছে বাইডেনের মুখে। গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবও দিয়েছে আমেরিকা। এহেন পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয়েছে বাইডেনের একটি সাক্ষাৎকার। সেখানেই নেতানিয়াহুকে তোপ দেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

বাইডেনের কথায়, 'ইজরায়েলকে রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে নেতানিয়াহুর। হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর অধিকারও রয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথাও তাঁর মাথায় রাখতে হবে। নেতানিয়াহুর পদক্ষেপের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাজার আমজনতা।

আমার মনে হয় ইজরায়েলের সাহায্য করতে গিয়ে আখেরে দেশের ক্ষতি করছেন নেতানিয়াহু।' গাজায় হামলার বিষয়টি ইজরায়েলের পার্লামেন্টেও উত্থাপন করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

নেতানিয়াহুর নিন্দা করলেও ইজরায়েলকে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করার কথা ভাবছে না আমেরিকা। ওই সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন, 'ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ এখনও অতখানি শক্তিশালী নয়। তাই অস্ত্র সরবারহ বন্ধ করবে না আমেরিকা। অস্ত্র না পাঠালে ওদের আয়রন ডোমের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই কার্যকর হবে না।' কিন্তু বারবার কেন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন বাইডেন? বিশ্লেষকদের মতে, গাজায় ইজরায়েলি হানায় যেভাবে সাধারণ মানুষের মৃত্যুমিছিল চলছে তাতে রুষ্ট আন্তর্জাতিক মহল। পাশাপাশি সৌদি আরবের মতো বন্ধু দেশগুলোও চাইছে গাজার হামলা বন্ধে সচেষ্ট হোক আমেরিকা। সেই সঙ্গে আমেরিকার অন্দরেও রোষ বাড়ছে ইজরায়েলি হানার বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে, যুদ্ধ বন্ধ করতে কার্যত মরিয়া বাইডেন প্রশাসন।

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat
Barrackpore-II Block,
North 24 Parganas
NIT NOS -
2024_ZPHD_682814_1
Dated- 09/03/2024.
https://www.
wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Mohanpur
Gram Panchayet

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Repairing & Painting of body of the vehicles, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/AUTO/NIT-30/23-24
Tender ID : 2024_MAD_682970_1
Last Date : 26th March 2024, up to 05:00 pm
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 270, KOLKATA, MONDAY
11 MARCH 2024, PAGE 8

কলকাতা ১১ মার্চ ২০২৪

ডার্বির রং সবুজ-মেরুণ

ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে আইএসএলের শীর্ষে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের কলকাতা ডার্বিতে আবার দাপট সবুজ-মেরুনের। রবিবার ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে আইএসএলের দু'নম্বরে উঠে এল তারা। মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে পয়েন্ট সমান হলেও মুখোমুখি সাক্ষাতে হারতে হওয়ায় দ্বিতীয় স্থানে মোহনবাগান। তবে ১৭ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে ভাল ভাবেই লিগ-শিল্ডের লড়াইয়ে চলে এল তারা। মুম্বইয়ের থেকে একটি ম্যাচ কম খেলেছে সবুজ-মেরুন।

কোনও দলের মানসিকতা একদম তলানিতে থাকলে কী হতে পারে, তার স্পষ্ট প্রমাণ রবিবার ইস্টবেঙ্গলের প্রথমার্ধের খেলা। গোটা অর্ধ ইস্টবেঙ্গলকে দেখে মনে হয়েছে তারা ভাঙাচোরা একটি দল। কারও সঙ্গে কারও বোঝাপড়া নেই। সুপার কাপ জেতার পর যে ছন্দ নিয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আইএসএলের প্রথম পর্বের ডার্বি খেলেছিল তারা, সেই দলের এই পারফরম্যান্স মেলানো যাচ্ছিল না।

অথচ সেই দলের খেলাই বদলে গেল দ্বিতীয়ার্ধে। যাঁরা ভেবেছিলেন পাঁচ গোলের লজ্জা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হবে ইস্টবেঙ্গলকে, তাঁদের ভাবনা সফল হয়নি। উল্টে ম্যাচ শেষে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আফশোস, ক্লেটন পেনাল্টি নষ্ট না করলে অথবা দ্বিতীয়ার্ধের খেলা প্রথমার্ধে দেখা গেলে ম্যাচের ফল অন্য রকম হতেই পারত। অনেকে আবার এটাও বলছেন, প্রথমার্ধে তিন গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের খেলায় একটু গা-ছাড়া মনোভাব দেখা গিয়েছিল। তার ফায়দা তুলেছে ইস্টবেঙ্গল। তাতে অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের ঘরে কোনও পয়েন্ট আসেনি।

সুপার কাপ জেতার পর ইস্টবেঙ্গল দলটাকে ভাল আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। অনেক দিন পরে মোহনবাগান সমর্থকদের চোখে চোখ রেখে যে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা কথা বলতে পারছেন, সেটা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতই। দুর্ভাগ্য, তিনি নিজেই নিজের বানানো সৌধ শেষ করে দিয়েছেন। দলের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরা এবং স্ট্রাইকার হাভিয়ের সিভেরিয়োকে লোনে অন্য ক্লাবে পাঠিয়ে দেন। 'সেট' দল ভেঙে যায় তখনই। বদলে যে সব বিদেশিদের নিয়ে এসেছেন, তাঁরা আই লিগের কোনও ক্লাবে সুযোগ পেতেন কি না সন্দেহ। এমন অবস্থা যে ডার্বিতে প্রথম একাদশে তাঁদের রাখাই যাচ্ছে না।

এ দিন ম্যাচের শুরুতে আগে আক্রমণ করেছিল ইস্টবেঙ্গলই। ছ'মিনিটের মাথায় বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন নাওরেম মহেশ। কিন্তু তাঁর ক্রস ক্লিয়ার হয়ে যায়। সামলে নিয়ে পর পর দু'বার আক্রমণ করে মোহনবাগান। খেলার কিছুটা বিপরীতেই ১২ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। আক্রমণের সময় নাওরেম মহেশ পাস বাড়িয়েছিলেন ক্লেটন সিলভার উদ্দেশে। এগিয়ে গিয়ে ফিস্ট করে বল উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিশাল। হাত গিয়ে লাগে ক্লেটনের বুকে। রেফারি তেজস নাগবেঙ্কর

সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির নির্দেশ দেন। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এমনিতে ক্লেটন পেনাল্টি খারাপ নেন না। কিন্তু এ দিন নষ্ট করলেন। মোহনবাগানের গোলকিপার বিশালের বাঁ দিকে মেরেছিলেন। তবে শটে খুব বেশি জোর ছিল না। বিশাল বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচিয়ে দেন।

এর পর খেলা যত এগোতে থাকে, মোহনবাগানের আক্রমণ বাড়তে থাকে। ইস্টবেঙ্গল চলে যায় রক্ষণাত্মক কৌশলে। দিমিত্রি এক বার গোলের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। ২৫ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলের লালচুংনুঙ্গা একটা বল নিয়ে দারুণ ভাবে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু বলে জোরে টোকা দিয়ে ফেলায় তা সাইডলাইনের বাইরে যায়।

তার দু'মিনিট পরেই গোল খেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের আক্রমণের সময় জনি কাউকো পাস দেন সাহাল সামাদকে। সেই বল ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডার ক্লিয়ার করে দিলেও ফিরতি বল পেত্রাতোসের কাছে গেলে তিনি চলতি বলে নীচু শট নেন। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে সেই শট প্রভসুখন গিল বাঁচালেও বল ধরে রাখতে পারেননি। তাঁর হাতে লেগে বেরিয়ে আসা বল জালে জড়িয়ে দেন জেসন কামিংস। এর পর পেত্রাতোস এবং কামিংস একসঙ্গে 'স্টেনগান' সেলিব্রেশন করলেন, যা আবার মনে করিয়ে দিল সনি নর্দের বিখ্যাত সেই উচ্ছ্বাসকে।

প্রথম বার ভুল থেকেও যে ইস্টবেঙ্গল শিক্ষা নেয়নি, তা বোঝা গেল ১০ মিনিট পরেই। এ বারও মোহনবাগানের গোলের নেপথ্যে সেই পেত্রাতোস। ডান দিক থেকে আক্রমণ করে প্রথম পোস্টে নীচু শট মেরেছিলেন পেত্রাতোস। বারে লেগে তা আবার তাঁর কাছেই ফেরত যায়। অবাক করা হলেও সত্যি, পেত্রাতোসের পাশে ইস্টবেঙ্গলের এক ডিফেন্ডার থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আটকাতে পারেননি। ফলে ফিরতি বলেও শট নেন পেত্রাতোস। এ বার শট গোলে ছিল না। কিন্তু বাঁ দিকে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা লিস্টনের পায়ে বল যায়। তিনি হালকা টাচে বল জালে জড়ান। পেত্রাতোসের পাস লিস্টনের কাছে যাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়েছিলেন হিজাজি মাহের। পা লাগিয়ে বল বার করে দিতেই পারতেন। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। সুপার কাপে হিজাজিকে নিয়ে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, সেই ফানুস এ বার চুপসে যেতে বাধ্য। দশ মিনিটের ব্যবধানে মোহনবাগানের তৃতীয় গোল আসে। বক্সে লিস্টন ঢোকার মুখে তাঁকে ফেলে দেন নন্দকুমার। দু'জনের সঙ্ঘর্ষ আদৌ বক্সের মধ্যে হয়েছে কি না তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু মোহনবাগানের তৃতীয় গোল আসা আটকাতে পারেনি। পেনাল্টিতে গোল করায় সুখ্যাতি রয়েছে পেত্রাতোসের।

আবারও ক্রিকেটের তিন সংস্করণে এক নম্বর ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট হেরে যাওয়ার পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। বিশাখাপট্টনম, রাজকোট, রাঁচি ও ধর্মশালায় টানা চার ম্যাচ জিতে সিরিজে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছে রোহিত শর্মার দল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত এই সিরিজ জয়ের অন্যরকম একটি পুরস্কারও দ্রুতই পেয়ে গেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়াকে সরিয়ে আইসিসির টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে গেছে তারা। এই মুহূর্তে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের তিন সংস্করণেই এক নম্বর দল ভারত।

সর্বশেষ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত শীর্ষে আছে ১২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার রেটিং পয়েন্ট ১১৭। ইংল্যান্ড ১১১ পয়েন্ট নিয়ে আছে তৃতীয় স্থানে। ৫১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ আছে নয় নম্বরে।

নিউজিল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম টেস্ট জিতে

সিরিজে এগিয়ে আছে তারা। ছিল দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টের তৃতীয় দিন। ২৭৯ রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৪ উইকেট হারিয়ে ৭৭ রান তুলে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে এই টেস্টের ফল যেটাই হোক, তার কোনো প্রভাব র‍্যাঙ্কিংয়ে পড়বে না।

২০২৪ সালটা টেস্ট র‍্যাঙ্কিং এক নম্বরে থেকেই শুরু করেছিল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দুই ম্যাচের সিরিজ ১-১-এ ড্র করে দুইয়ে নেমে যায় রোহিত শর্মার দল। অন্যদিকে ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে ৩-০তে হারিয়ে শীর্ষে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়া।

টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি;তিন সংস্করণেই র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায়ও এক নম্বরে।

'স্টোকসরা রোবট নন', কুকের এমন কথায় বিস্মিত মার্ক ওয়াহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত সফরে ইংল্যান্ড সিরিজ হেরেছে আগেও। ২০১৬ সালে অ্যালিস্টার কুকের দল ৫ ম্যাচের সিরিজ হেরেছিল ৪-০ ব্যবধানে, ২০২১ সালে জো রুটের দল ৪ ম্যাচের সিরিজ হারে ৩-১ ব্যবধানে। তবে বেন স্টোকসের দলের এবারের ৪-১ হার নিয়ে আলোচনা যেন আগের তুলনায় বেশিই ঝাঁজালো। যে ঝাঁজের বড় কারণ স্টোকসদের বাজবল ক্রিকেট।

তবে সাবেক অধিনায়ক কুক মনে করেন, সাফল্য-ব্যর্থতার আলোচনার সময় মানবীয় সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কথাও ভাবতে হবে। ভারত খেলেছে নিজেদের মাঠে। কিন্তু স্টোকসদের দেশ ছেড়ে দুই মাসের জন্য বেরিয়ে যেতে হয়েছে। দীর্ঘ সময় ঘরের বাইরে থাকার প্রভাব মাঠেও পড়েছে, এমনটা বোঝাতে চেয়েছেন কুক। তবে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়কের এমন মন্তব্যে বেশ অবাক মার্ক ওয়াহ। কুক এমন কিছু বলেছেন, সেটি বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যানের।

ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ডের হয়ে সিরিজ জেতা সর্বশেষ অধিনায়ক কুক। ২০১২ সালে উপমহাদেশে এসে ৪ টেস্টের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল কুকের ইংল্যান্ড। পরের দুবার হারলেও এবার স্টোকসের দলকে নিয়ে আশাবাদী ছিলেন অনেকে। ২০২২ সালে ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও বেন স্টোকস কোচ-অধিনায়ক হিসেবে জুটি গড়ার পর ইংল্যান্ড অতি ইতিবাচক ও আক্রমণাত্মক ধারার যে ক্রিকেট খেলা শুরু করে, তা বাজবল নামে পরিচিতি পায়। বাজবলে প্রথম ১১ টেস্টের ১০টিতেই জেতে ইংল্যান্ড। তবে ভারতের মাটিতে বাজবল কতটা কার্যকর হয়, এ নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল ছিল এবারের সিরিজ শুরুর আগে।

কিন্তু স্টোকসের দল হায়দরাবাদে জিতে সফর শুরু করলেও বিশাখাপট্টনম, রাজকোট ও রাঁচিতে টানা তিন ম্যাচে হেরে সিরিজ থেকে ছিটকে পড়ে। এরপর ধর্মশালায় পঞ্চম টেস্টে হারে ইনিংস ব্যবধানেও। শুরুটা ভালো করলেও ইংল্যান্ডের পরের দিকে এভাবে ভেঙে পড়ার পেছনে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির প্রভাবও আছে মনে করেন কুক। টিএনটি স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাবেক অধিনায়ক বলেন, 'ম্যাচের ভেতরে যে আবেগ, আমরা সেখান থেকে দূরে বসে কথা বলছি। আমরা খেলা দেখছি বাড়িতে বসে টিভিতে। আমি ইংল্যান্ডের হয়ে ঢাল ধরছি না। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে, ওরা আট সপ্তাহ ধরে ঘরের বাইরে। এটা কঠিন একটা সফর। ওরা রোবট নয়।'

কুকের মন্তব্যটি ভালো লাগেনি মার্ক ওয়াহর। ক্রিকেট ছাড়ার পর ধারাভাষ্যকার হয়ে ওঠা সাবেক অস্ট্রেলিয়ান এক্সে কুকের মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করেন, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, অ্যালিস্টার কুকের মুখ থেকে এসব শুনছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে এ কারণেই (লম্বা সফর, বাইরে অবস্থান) আপনি অনুশীলন করেন, টাকা পান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে খেলার জন্য অন্যতম সেরা সফর এটা।'

হ্যাটট্রিকের রেকর্ড ভেঙে কেইন বললেন, 'আরও আসছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: বায়ার্ন মিউনিখের দুঃসময়েও দারুণ সুসময় পার করছেন হ্যারি কেইন। ম্যাচের পর ম্যাচ গোল করছেন আর রেকর্ড ভেঙে চলেছেন। গতকাল রাতে মাইনৎসের বিপক্ষে ৮,১ গোলে জয়ের পথে হ্যাটট্রিক করেছেন এ ইংলিশ স্ট্রাইকার। এটি ছিল বায়ার্নের জার্সিতে ৩০ ম্যাচে কেইনের চতুর্থ হ্যাটট্রিক।

বুন্দেসলিগার ইতিহাসে প্রথম মৌসুমে চারটি হ্যাটট্রিক করতে পারেননি আর কোনো ফুটবলার। পাশাপাশি লিগ ম্যাচে ৮ দলের বিপক্ষে দুই বা তার বেশি গোল করেছেন কেইন। অভিষেকে যা আর কেউ করে দেখাতে পারেননি। তবে গোলবন্যা বইয়ে দিলেও, এখনই থামতে চান না কেইন। আরও রেকর্ড ভাঙার প্রত্যয়ের কথা জানিয়েছেন তিনি।

নিজের হ্যাটট্রিক ও দলের জয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামেও উদ্‌যাপন করেছেন কেইন। সেখানে এক পোস্টে লিখেছেন, 'আরও আসছে।'

কেইনের এই বার্তাকে বায়ার্নের সাবেক স্ট্রাইকার রবার্ট

লেভানডফস্কির জন্য পরোক্ষ হুমকি হিসেবেও দেখছেন অনেকে। লেভার আরও একটি রেকর্ড যে এখন ভাঙার অপেক্ষায়।

বুন্দেসলিগায় এক মৌসুমে (২০২০,২১ মৌসুম) সর্বোচ্চ ৪১ গোলের রেকর্ড এখন এ পোলিশ স্ট্রাইকারের দখলে। অন্যদিকে কেইন ২৫ ম্যাচেই করেছেন ৩০ গোল। লিগে কেইনের এখনো ৯ ম্যাচ বাকি। অর্থাৎ লেভার রেকর্ড ভাঙতে হলে কেনইকে করতে হবে ৯ ম্যাচে ১২ গোল। ৩০ বছর বয়সী এ স্ট্রাইকার যে ছন্দে এগোচ্ছেন, এ রেকর্ড ভাঙা মোটেই কঠিন নয়।

কেইনের এমন রেকর্ড ভাঙা মৌসুমের পরও বায়ার্ন কি এবার লিগ শিরোপা জিততে পারবে? পয়েন্ট তালিকার দিকে তাকালে কাজটা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবই মনে হবে। শীর্ষে থাকা বায়ার লেভারকুসেনের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে বায়ার্ন। ২৪ ম্যাচে লেভারকুসেনের পয়েন্ট ৬৪ আর ২৫ ম্যাচে বায়ার্নের পয়েন্ট ৫৭।

রঞ্জি ফাইনালের প্রথম দিনেই ১৩ উইকেট, ব্যর্থ মুম্বইয়ের ব্যাটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: শার্দূল ঠাকুর না থাকলে বিপদে পড়ত মুম্বই। দুই দল মিলিয়ে প্রথম দিন ১৩টি উইকেট পড়ল ওয়াংখেড়েতে। রঞ্জির ট্রফির ফাইনালে প্রথম দিনের শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিল মুম্বই। দিনের শেষে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে।

মুশির খান (৬), অজিঙ্ক রাহানে (৭) এবং শ্রেয়স আয়ার (৭) ব্যর্থ হলেন। তাঁরা রান না পাওয়ায় চাপে পড়ে যায় মুম্বই। সেই চাপ আরও বাড়ে হার্দিক তোমর এবং শামস মুলানি রান না পাওয়ায়। তবে শার্দূল ৬৯ বলে ৭৫ রান করে দলের মান রক্ষা করেন। সেই রান না থাকলে ২২৪ রান হত না মুম্বইয়ের। প্রথম দিনেই ১০ উইকেট চলে যায় তাদের। ৬৪.৩ ওভার ব্যাট করেন শার্দূলেরা। ওপেনার পৃথ্বী শ করেন ৪৬ রান। বিদর্ভের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন যশ ঠাকুর এবং হর্ষ দুবে। দু'টি উইকেট নেন উমেশ যাদব। একটি উইকেট নেন আদিত্য ঠাকরে।

রবিবার বিদর্ভ ব্যাট করতে নেমেও দ্রুত উইকেট হারায়। দিনের শেষে ৩১ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে তারাও। অথর্ব তাইড়ে ২১ রান করে অপরাজিত। কোনও রান না করে আউট ধ্রুব শোরে এবং করুণ নায়ার। আউট আমন মোখাড়ে। শেষ রঞ্জি ম্যাচ খেলতে নামা ধবল কুলকর্নি দু'টি উইকেট নিয়েছেন। একটি উইকেট নিয়েছেন শার্দূল। তিনিই দলকে ম্যাচের ফেরান। সোমবার বিদর্ভকে দ্রুত আউট করার লক্ষ্য নিয়ে নামবে মুম্বই।

এমবাপ্পে আবারও বদলি, পয়েন্ট খোয়াল পিএসজি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবারও পিএসজির ম্যাচে শুরুর একাদশে জায়গা হয়নি কিলিয়ান এমবাপ্পের। আজ ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে বেঞ্চে রেখে রেঁসের বিপক্ষে দল নামিয়েছেন লুইস এনরিকে। মৌসুম শেষ পিএসজি ছাড়বেন;ক্লাব পরিচালকদের এমন কথা জানিয়ে দেওয়ার পর এ নিয়ে লিগে টানা চার ম্যাচে বদলি হলেন এমবাপ্পে।

এমবাপ্পেকে দ্বিতীয়ার্ধে নামানোর ম্যাচটিতে জিততেও পারেনি পিএসজি। পার্ক দ্য প্রিন্সেসে রেঁসের সঙ্গে ২,২ সমতায় মাঠ ছেড়েছে এনরিকের দল। লিগে পিএসজির টানা দ্বিতীয় ড্র এটি। যদিও লিগ 'আঁ',এর ট্রফি,দৌড়ে এখনো বড় ব্যবধানেই এগিয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

দীর্ঘদিন ধরে রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানোর গুঞ্জনের মধ্যে থাকা এমবাপ্পে ফেব্রুয়ারিতে পিএসজি পরিচালকদের ক্লাব ছাড়ার কথা জানিয়েছিলেন। যা ওই মাসের মাঝামাঝি সময়ে পিএসজির একটি সূত্র ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে নিশ্চিত করে। এরপর পিএসজি প্রথম যে ম্যাচটি খেলে, নঁতের বিপক্ষে সে ম্যাচে শুরুর একাদশ

থেকে বাদ পড়েন এমবাপ্পে। পরে দ্বিতীয়ার্ধে নেমে খেলেন ২৮ মিনিট। রেনে এবং মোনাকোর বিপক্ষে খেলা পরের দুই ম্যাচেও নব্বই মিনিট খেলানো হয়নি তাঁকে। এমবাপ্পেকে পুরো সময় না খেলার কারণ যে তাঁর পিএসজি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত, সেটি ফুটে ওঠে কোচ এনরিকের কথায়ও। এমবাপ্পেকে বদলি করা বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে পিএসজি কোচ বলেছিলেন, তাঁকে ছাড়াই খেলায় অভ্যস্ত হতে হবে দলকে।

মাঝে গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে পুরো নব্বই মিনিটই মাঠে ছিলেন এমবাপ্পে। তবে আজ পার্ক দ্য প্রিন্সেসে আবারও বেঞ্চে পাঠানো হয় তাঁকে। বদলি হিসেবে নামানো হয় ম্যাচের ৭৩ মিনিটে।

এমবাপ্পে মাঠে নামার আগেই ম্যাচের স্কোরলাইন ছিল ২,২। সব কটি গোলই ছিল প্রথমার্ধের। ম্যাচের ৭ মিনিটে পিএসজি রক্ষণের ভুল কাজে লাগিয়ে রেঁসেকে এগিয়ে দেন জিম্বাবুইয়ান মিডফিল্ডার মার্শাল মুনেতসি। ১৭ মিনিটে আশরাফ হাকিমির কর্নার আবদেলহামিদ নিজেদের জালে জড়ালে আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে পিএসজি। দুই মিনিট পরই অবশ্য দলকে ২,১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন রামোস। এর পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নেয় পিএসজি। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে রেঁস সমতা নিয়ে আসে ওমার দিয়াকিতের গোলে।

প্রথমার্ধে চার গোলের সাক্ষী হওয়া ম্যাচ বিরতির পর গতি হারিয়ে ফেলে। দুই দলই খেই হারিয়েছে আক্রমণভাগে। বদলি নামা এমবাপ্পে, উসমান দেম্বেলে শেষ দিকে কিছুটা ধার বাড়ালেও রক্ষণে মনোযোগী হওয়া রেঁসের দেয়াল ভাঙতে পারেননি। ঘরের মাঠে পিএসজিকে মাঠ ছাড়তে হয় রেঁসের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে। এর আগে গত সপ্তাহে মোনাকোর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পিএসজি।

টানা দুই ড্রয়েও অবশ্য পিএসজির বড় কোনো ক্ষতি হয়নি। লিগে ২৫ ম্যাচ শেষে পিএসজির পয়েন্ট ৫৬, দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্রেস্তের পয়েন্ট সমান ম্যাচে ৪৬।

অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ২০২ রান, নিউজিল্যান্ডের ৬ উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃতীয় দিন শেষে ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে-আম্পায়াররা যখন বেলস তুলে নিয়ে দিনের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন, ধারাভাষ্যকাররা এটাই বলেছেন।

সেই ভারসাম্যটা কেমন, সেটা দেখে আসা যাক স্কোরবোর্ডে একটু চোখ বুলিয়ে। ২৭৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে তুলেছে ৪ উইকেটে ৭৭ রান। জিততে হলে আরও ২০২ রান লাগবে তাদের। আর নিউজিল্যান্ডকে জিততে হলে নিতে হবে ৬ উইকেট। এটা বিবেচনায় নিলে তো নিউজিল্যান্ডকেই একটু এগিয়ে রাখা উচিত। তাহলে ভারসাম্য দেখছেন কেন ধারাভাষ্যকারেরা।

এই ভারসাম্য দেখার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত উইকেটে আছেন ছন্দে থাকা দুই ব্যাটসম্যান মিচেল মার্শ ও ট্রাভিস হেড। দ্বিতীয় কারণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ইতিহাস। ১৯৯৩

সালের নভেম্বর থেকে এই টেস্টের আগ পর্যন্ত খেলা ৩২ ম্যাচের ২৪টিতেই হেরেছে নিউজিল্যান্ড। জয় পেয়েছে মাত্র একটি। সেটাও ২০১১ সালের ডিসেম্বরে। ক্রাইস্টচার্চে কি ভাগ্য বদলাবে কিউইদের?

এটা অনেকটাই নির্ভর করছে নিউজিল্যান্ডের পেসারদের ওপর। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ২৫৬ রানে অলআউট করতে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন ম্যাট হেনরি। ৬৭ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসেও সেই ছন্দটা ধরে রেখেছেন হেনরি। তাঁর সঙ্গে এবার বেন সিয়ার্সও ভালো করছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ৪টি উইকেট দুজনে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন।

এর আগে ২ উইকেটে ১৩৪ রান নিয়ে তৃতীয় দিনে খেলতে নামা নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়েছে ৩৭২ রানে। আগের দিনের ৬৫ রান নিয়ে খেলতে নামা টম ল্যাথাম বেশি দূর এগোতে পারেননি। আউট হয়েছেন তিনি ৭৩ রান করে। তবে ১১ রান নিয়ে খেলতে নামা রাচিন রবীন্দ্র ভালো ব্যাটিং করেছেন। আউট হয়েছেন অবশ্য টেস্ট ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি থেকে ১৮ রান দূরে থেকে।

এ ছাড়া ড্যারিল মিচেলের ৫৮ আর স্কট কুগেলিনের ৪৯ বলে ৪৪ রানের ইনিংসে ভর করে ২৭৮ রানের লিড নিতে পারে নিউজিল্যান্ড। কিউরা শেষ ৩টি উইকেট হারিয়েছে ১ রানে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৬২ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন প্যাট কামিন্স। নাথান লায়ন ৩ উইকেট নিতে দিয়েছেন ৪৯ রান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড ১৬২ ও ৩৭২ (ল্যাথাম ৭৩, রবীন্দ্র ৮২, মিচেল ৫৮, ব্লান্ডেল ৯, ফিলিপস ১৬, কুগেলিন ৪৪, হেনরি ১৬, সাউদি ০, সিয়ার্স ০*; স্টার্ক ১/৯৪, হ্যাজলউড ১/৭০, কামিন্স ৪/৬২, গ্রিন ১/৪৮, লায়ন ৩/৪৯)।

অস্ট্রেলিয়া ২৫৬ ও ২৪ ওভারে ৭৭/৪ (স্মিথ ৯, খাজা ১১, লাবুশেন ৬, গ্রিন ৫, হেড ১৭*, মার্শ ২৭*; সাউদি ০/১২, হেনরি ২/৩৭, সিয়ার্স ২/২২, ফিলিপস ০/৪)। (তৃতীয় দিন শেষে)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**